অধ্যায়-২: আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ রফিক ও ফারুক দুই বন্ধু। তারা দু'জনই বাংলাদেশের নাগরিক। দীর্ঘদিন পর সম্প্রতি তারা দু'জনই বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। রফিক তার অর্জিত অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। অন্যদিকে ফারুক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করেননি। এই কারণে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করেছে। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. বি.এস.ই.সি. কী? ১

খ. মুদ্রা বাজারে অংশগ্রহণকারী কারা? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রফিকের বিনিয়োগের জন্য কোন ধরনের আর্থিক বাজার উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বি. এস. ই. সি. (বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) হলো বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা কোম্পানি ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মুদ্রা বাজারে অংশগ্রহণ করে থাকে ।

এ বাজারে সাধারণত ১ বছর বা তার কম মেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে মুদ্রা বাজারে ট্রেজারি বিল বিক্রয় করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে এ সকল ট্রেজারি বিল ক্রয় করে। কোম্পানি বিভিন্ন ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির নিকট বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করে মুদ্রা বাজারের মাধ্যমে তাদের স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব রফিকের বিনিয়োগের জন্য পুঁজি বাজার উপযোগী।

মূলধন বা পুঁজি বাজারে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদের লেনদেন করা হয়। সরকার ও বিভিন্ন কোম্পানি এ বাজারে শেয়ার ও বন্ড বিক্রয় করে তাদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা পূরণ করে।

উদ্দীপকে রফিক ও ফারুক দুই বন্ধু। তারা দু'জনই বাংলাদেশের নাগরিক। দীর্ঘদিন পর সম্প্রতি তারা দু'জনই বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। রফিক তার অর্জিত অর্থ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। বিনিয়োগ আগ্রহ পূরণ করতে তাকে পুঁজি বাজারে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ বাজারে সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার ও বন্ড ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এদের মধ্যে যেকোনো একটিতে বিনিয়োগ করে মি. রফিক পুঁজি বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন।

ঘ উদ্দীপকে বৈদেশিক বিনিময়ের বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক বিনিময় বলতে এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর করার কাজকে বোঝায়। আমদানি-রপ্তানি ও অন্যান্য কার্যক্রম হতে সৃষ্ট বৈদেশিক দায় পরিশোধে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন।

উদ্দীপকে দুই বন্ধু রফিক ও ফারুক বাংলাদেশের নাগরিক। সম্প্রতি তারা দু'জনই বিদেশ থেকে দেশে ফিরেছেন। রফিক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন। অন্যদিকে ফারুক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় শুরু করেছেন। এর জন্য সে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করেননি। কিছুদিন পরই আইন প্রয়োগকারী বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে। কারণ, তিনি আইন মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় শুরু করেননি।

এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে অচল। এজন্য বিদেশে ভ্রমণ বা বৈদেশিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ ক্ষমতা রাখে। এর বাইরে অন্য কেউ বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ে জড়িত হতে পারে না। উদ্দীপকের ফারুক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীতই বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় শুরু করে উক্ত আইন লঙ্ঘন করেছেন। এজন্যই আইন প্রয়োগকারী বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করেছে, যা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶২ হক এন্ড সন্স এবং রায় এন্ড ব্রাদার্স উভয়ই আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। হক এন্ড সন্স-এর আমদানিকৃত পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের জন্য ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার আর্থিক সমস্যার সমাধান করেন। কিন্তু রায় এন্ড ব্রাদার্স-এর ব্যবস্থাপক বিভিন্ন সময় বন্দরে মালামাল খালাসের জন্য বাণিজ্যিক কাগজ ইস্যু করে আর্থিক সংকটের সমাধান করেন। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ট্রেজারি বিল কী? ১

খ. মূলধন বাজার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের রায় এন্ড ব্রাদার্স কোং লি.-এর গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দুটি কোম্পানির আর্থিক সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধের অঙ্গীকার করে সরকার যে স্বল্পমেয়াদি অঙ্গীকারপত্র ইস্যু করে তা হলো ট্রেজারি বিল।

খ আর্থিক বাজারের যে অংশে দীর্ঘমেয়াদে অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন করা হয় তাকে মূলধন বাজার বলে।

মূলধন বাজারের হাতিয়ারসমূহ হলো- সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি। মূলধন বাজার দুই প্রকার; যথা: ইক্যুইটি বাজার ও বন্ড বাজার।

গ উদ্দীপকের রায় এন্ড ব্রাদার্স কোং লি.-এর বাণিজ্যিক কাগজ ইস্যু করার পদক্ষেপটি যৌক্তিক।

বাণিজ্যিক কাগজ একটি স্বল্পমেয়াদি জামানতবিহীন অঙ্গীকারপত্র। এই অঙ্গীকারপত্রের মেয়াদ সাধারণত ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের রায় এন্ড ব্রাদার্স একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সময়ে বন্দরে মালামাল খালাসের প্রয়োজন হয়। এই মালামাল খালাসের জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকের স্বল্পমেয়াদে নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়ে। তিনি বাণিজ্যিক কাগজ ইস্যুর মাধ্যমে এই আর্থিক সংকট মোকাবিলা করেন। যেহেতু বাণিজ্যিক কাগজ স্বল্পমেয়াদে অর্থ সংগ্রহের একটি অন্যতম হাতিয়ার তাই তার গৃহীত পদক্ষেপটি যথাযথ হয়েছে।

সহায়ক তথ্য

জামানত : স্থায়ী বা চলতি সম্পদ যা ঋণদাতার নিকট ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ জমা রাখা হয়।

ঘ উদ্দীপকের আমদানিকারক হক এন্ড সন্স ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্রের সাহায্যে এবং রায় এন্ড ব্রাদার্স বাণিজ্যিক কাগজ ইস্যুর মাধ্যমে আর্থিক সংকট মোকাবিলা করে।

ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র হলো অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত ব্যাংক ড্রাফট। এটি ব্যাংক কর্তৃক অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তাপত্র। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের শর্তে ব্যাংক স্বল্পমেয়াদে ও বাট্টায় যে অঙ্গীকারপত্র বিক্রয় করে- তাই বাণিজ্যিক কাগজ।

উদ্দীপকের হক এন্ড সন্স এবং রায় এন্ড ব্রাদার্স উভয়ই বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন। উভয়েরই বিভিন্ন সময়ে বন্দরে মালামাল খালাসের জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়ে।

পণ্য খালাসের জন্য সাধারণত স্বল্পমেয়াদে অর্থের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ঋণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ও বাণিজ্যিক কাগজ উভয়ই বেশ জনপ্রিয়। তবে ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্রের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে ১৮০ দিন এবং বাণিজ্যিক কাগজের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন পর্যন্ড় হয়ে থাকে। এ কারণে রায় এন্ড ব্রাদার্স পণ্যের মূল্য পরিশোধে বেশি সময় পাচ্ছেন। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক কাগজ ইস্যুর পর রায় এন্ড ব্রাদার্সকে তা সরাসরি বা ডিলারের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্রে হক এন্ড সন্সকে এই ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় না। তাছাড়া আন্ড়র্জাতিক বাণিজ্যে অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্রই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং জটিলতামুক্ত ঋণের দলিল। তাই আর্থিক সংকট মোকাবেলায় হক এন্ড সন্সের গৃহীত পদক্ষেপটি রায় এন্ড ব্রাদার্স এর গৃহীত পদক্ষেপ অপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত।

সহায়ক তথ্য

ডিলার: যারা নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে ইস্যুকারীর পক্ষে সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করেন তারাই ডিলার।

প্রশ্ন ▶৩ মি. ফাহমিদ একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী। তিনি দেখলেন বাজারে LB কোম্পানির স্থির আয় ও জামানতযুক্ত মেয়াদি সিকিউরিটি আছে, যা ক্রয় করলে আয় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে কিন্তু কোম্পানির সিদ্ধান্ড়গ্রহণে অংশগ্রহণ করা যাবে না। অন্যদিকে, একই রকম আয় ও মেয়াদযুক্ত সরকারি সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় হয় যার ঋণ জামানত নাই। মি. ফাহমিদ জামানত না থাকার কারণে সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ না করে LB কোম্পানির সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করেন। *[দি. বো. ১৭]*

ক. আর্থিক বাজার কী? ১

খ. মুদ্রা বাজার ও মূলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত LB কোম্পানিটি কোন ধরনের সিকিউরিটি বিক্রয় করছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত মি. ফাহমিদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড়ের যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে আর্থিক বাজার বলে।

সহায়ক তথ্য

আর্থিক সম্পদ যেমন : শেয়ার, সিকিউরিটিজ, বন্ড ইত্যাদি।

খ মুদ্রা বাজার ও মূলধন বাজারের পার্থক্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	মুদ্রা বাজার	মূলধন বাজার
১.	মুদ্রাবাজারে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।	মূলধন বাজারে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
২.	ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজ, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি হলো মুদ্রা বাজারের হাতিয়ার।	সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার এবং ঋণপত্র ইত্যাদি হলো মূলধন বাজারের হাতিয়ার।
৩.	মুদ্রা বাজারের হাতিয়ারের মেয়াদ সাধারণত ১ বছর বা এর চেয়ে কম হয়।	মূলধন বাজারের হাতিয়ারের মেয়াদ সাধারণত ৫ বছর বা এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত LB কোম্পানিটি বন্ড সিকিউরিটি বিক্রয় করছে।

বন্ড হলো এক ধরনের দলিল। এ দলিলের মাধ্যমে কোম্পানি জনগণ বা অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এরূপ ঋণের মেয়াদ দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে মি. ফাহমিদ একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন যে, LB কোম্পানির নিকট হতে তিনি সিকিউরিটি ক্রয় করতে পারেন। এতে তিনি স্থির আয় পাবেন। তবে এর বিপরীতে তাকে জামানত দিতে হবে এবং কোম্পানির সিদ্ধান্ড়গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সাধারণত বন্ডে বিনিয়োগ করলে মি. ফাহমিদের মতো বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে। তবে কোম্পানির সিদ্ধান্ড়ের বিষয়ে মতামত দিতে পারবে না। এরূপ সিকিউরিটি জামানতযুক্ত হওয়ায় নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বন্ড বিক্রয় করছে।

ঘ আর্থিক ঝুঁকি বিবেচনায় মি. ফাহমিদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ড় যথার্থ হয়নি।

আর্থিক ঝুঁকি বলতে ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায়।

উদ্দীপকে মি. ফাহমিদ দুটি সিকিউরিটির যেকোনো একটিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রথমত, জামানতযুক্ত LB কোম্পানির মেয়াদি সিকিউরিটিতে। দ্বিতীয়ত, জামানতবিহীন সরকারি সিকিউরিটিতে। তিনি LB কোম্পানির সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করেন।

মূলত জামানতের ওপর ভিত্তি করে তিনি LB কোম্পানির সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করেন। LB কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় যেকোনো সময় দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্ড়রে সরকারি সিকিউরিটিতে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি বা আর্থিক ঝুঁকি নেই। এ সকল বিষয় বিবেচনায় বলা যায়, মি. ফাহমিদের বিনিয়োগটি সঠিক হয়নি।

প্রশ্ন ▶৪ ফারহান ও করিম দুই বন্ধু। তারা আর্থিক বাজারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। করিমের সঞ্চিত অর্থ অল্প থাকায় সে এক বছরের কম সময়ের জন্য বিনিয়োগ করাটাকেই শ্রেয় মনে করছে। অন্যদিকে, ফারহানের বাবা ফারহানকে এমন একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পরামর্শ দিলেন যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কারণ তিনি যেক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন তা তাকে বিগত তিন বছর কোনো মুনাফা প্রদান করেনি। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাও বাজারটিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, বিধায় তিনি এই বাজারের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন। *[কু. বো. ১৭]*

ক. মূলধন বাজার কাকে বলে? ১

খ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. করিম কোন বাজারে বিনিয়োগের চিন্ড়া করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফারহানের বাবার আস্থা ফিরিয়ে আনতে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা বিশে-ষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূলধন বাজার হলো আর্থিক বাজারের সেই অংশ যেখানে দীর্ঘমেয়াদের (১ বছরের বেশি) জন্য অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয়ে থাকে।

খ যে সকল প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের ন্যায় আমানত গ্রহণ করে, সুদের বিনিময়ে ঋণ দেয় কিন্তু জমাকৃত অর্থ উত্তোলনে ব্যাংকের ন্যায় চেক ইস্যু করতে পারে না সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

বিনিয়োগ কোম্পানি, বিল্ডিং সোসাইটি, মার্চেন্ট ব্যাংক, মিউচুয়্যাল কোম্পানি, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৯৯৩ সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ উদ্দীপকের করিম অর্থ বাজারে বিনিয়োগের চিন্ড়া করছে।

অর্থ বাজার হলো আর্থিক বাজারের সেই অংশ যেখানে স্বল্পমেয়াদি (১ বছর বা তার কম) অর্থ বা আর্থিক সম্পদ (শেয়ার, বন্ড প্রভৃতি) ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অর্থ বাজারকে মুদ্রা বাজার নামেও অভিহিত করা হয়।

উদ্দীপকের করিম আর্থিক বাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী। বিনিয়োগের জন্য তার কাছে অল্প পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত আছে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ তথা মূলধন বাজারে বিনিয়োগ আয় বেশি তবে এক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই করিমের সঞ্চয় দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য সে স্বল্পমেয়াদে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ড় নেয়। যেহেতু অর্থ বাজারে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ লেনদেন হয় সেহেতু বলা যায় যে, করিম অর্থ বাজারে বিনিয়োগের চিন্ড়ড়া করছে।

ঘ উদ্দীপকের ফারহানের বাবার আস্থা ফিরিয়ে আনতে মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দীর্ঘমেয়াদি অর্থ বা আর্থিক সম্পদ মূলধন বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই মূলধন বাজার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্দীপকের ফারহানের বাবা সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা না হওয়ায় তিনি কোনো লভ্যাংশ পাননি। তার এই ক্ষতির পিছনে কারণ হলো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মূলধন বাজার সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে অপারগতা। তাই তিনি এই বাজারের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন।

ফারহানের বাবা যে বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন সেটি মূলধন বাজার। ১৯৪৭ সালের ক্যাপিটাল আইনের আওতায় বিএসইসি (BSEC) এই বাজার পরিচালনা করছে। সাধারণত নতুন কোনো কোম্পানিকে বাজারে শেয়ার ছাড়তে হলে এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিতে হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কেবল মাত্র তারাই অনুমোদন পাবে। ফলে ফারহানের বাবার মতো বিনিয়োগকারীরা মুনাফা হতে বঞ্চিত হবেন না। তাই বিএসইসি (BSEC) যদি কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন দেয় এবং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, তবে ফারহানের বাবার মতো সকল বিনিয়োগকারীরাই লাভবান হবেন। এতে ফারহানের বাবা ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের অর্থ বিনিয়োগের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶৫ সুলতান সাহেব শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে পরবর্তীতে বাড়তি দামে বিক্রি করে লাভ করার চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে তিনি IPO-তেও আবেদন করেন। শেয়ারের দাম প্রতিনিয়ত ওঠানামা করে। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করেন যে, শেয়ারের মূল্য অতিমূল্যায়িত হয় আবার অবমূল্যায়িত হয়। *[চ. বো. ১৭]*

ক. ইকুইটি মূলধন কাকে বলে? ১

খ. OTC মার্কেট বলতে কি বোঝায়? ২

গ. সুলতান সাহেব কোন ধরনের বাজারে বিনিয়োগ করেন –উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি প্রযোজ্য? উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বিক্রির মাধ্যমে যে মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাকে ইক্যুইটি মূলধন বলে।

খ যে বাজারের মাধ্যমে অতালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে ওভার দ্যা কাউন্টার (OTC-Over The Counter) মার্কেট বলা হয়। সাধারণত ডিলারের মাধ্যমে এ বাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। স্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত কোম্পানির শেয়ারও এ বাজারে লেনদেন হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে OTC বাজার চালু রয়েছে।

গ সুলতান সাহেব ইক্যুইটি বাজারে বিনিয়োগ করেন।

যে বাজারে ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ হিসেবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় তা-ই ইক্যুইটি বাজার। কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে শেয়ার বিক্রি করা হয়।

সুলতান সাহেব শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করেন। পরবর্তীতে বেশি দামে তা বিক্রির মাধ্যমে লাভ করেন। এখানে তিনি ইক্যুইটি বাজারে বিনিয়োগ করছেন কেননা এসব সাধারণ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তিনি উক্ত কোম্পানিগুলোর মালিকানা লাভ করেন। এছাড়া তিনি মাঝে মাঝে IPO-তেও আবেদন করেন। যা মূলত ইক্যুইটি বাজারেরই একটি অংশ।

ঘ ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে IPO-তে আবেদন করাই প্রযোজ্য।

প্রাথমিক বাজারে IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করা হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা লিখিত মূল্যে বা অধিহারে বা অবহারে শেয়ার কিনে থাকেন। অন্যদিকে মাধ্যমিক বাজারে শেয়ারের দাম বিনিয়োগকারীদের চাহিদার ওপর নির্ভর করে। ফলে শেয়ারের মূল্য অনেক বেশি ওঠানামা করে।

উদ্দীপকে সুলতান সাহেব একজন বিনিয়োগকারী। তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, বিমা বা অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে বিনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তিনি অধিক লাভের আশায় মাধ্যমিক বাজারে বিনিয়োগ করেন। আবার মাঝে মাঝে প্রাথমিক বাজারেও বিনিয়োগ করেন।

সুলতান সাহেব লক্ষ্য করলেন যে শেয়ারের মূল্য অনেক বেশি উঠানামা করে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন শেয়ারের মূল্য অতিমূল্যায়িত হয় আবার অবমূল্যায়িত হয়। সাধারণত মাধ্যমিক বাজারে এই অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়নের প্রভাব অনেক বেশি। তাছাড়া মূল্যের ওঠানামাও মাধ্যমিক বাজারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বাজার এ সকল নেতিবাচক প্রভাব হতে মুক্ত। এই বাজারে বিনিয়োগে ঝুঁকিও কম। তাই ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাজারে বিনিয়োগ করাই উত্তম।

প্রশ্ন ▶৬ মাহিন সাহেবের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। তিনি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় করেন। পণ্য ক্রয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করেন। বিষয়টি দুর্নীতি দমন কমিশনের দৃষ্টিগোচর হলে তদন্ড় করার সিদ্ধান্ড় নেন। তদন্ড়ে প্রতিষ্ঠানটি দোষী সাব্যস্ড় হলে শাস্ড়ির সুপারিশ করা হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. কলমানি রেট কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি কোন আইন লঙ্ঘন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমান প্রচলিত আইনে প্রতিষ্ঠানটি কি শাস্ড়ির আওতায় পড়বে? বিশে-ষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্ড়ঃব্যাংক লেনদেনের সুদের হারকে কলমানি রেট বলে।

খ মুদ্রার মান ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যে পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ বাজারে ঋণের কাম্যস্ড়র বজায় রাখে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজারে অর্থের ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত অবস্থা - কোনোটাই কাম্য নয়। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের মুদ্রা বাজারে ঋণের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে রাখা হয়। এতে মূল্যস্ড়র তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি হুন্ডির মাধ্যমে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২' লঙ্ঘন করেছে।

অবৈধভাবে সম্পদ বা অর্থ উপার্জন এবং অবৈধভাবে অর্থের স্থানান্ড়রকে মানি লন্ডারিং বলে। দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সামাজিক

অবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার স্বার্থে মানি লন্ডারিং অপরাধ দমন করার জন্য প্রণীত আইন হলো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন।

উদ্দীপকের মাহিন সাহেব একজন ব্যবসায়ী। তিনি আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় করেন। পণ্য ক্রয়ের জন্য তিনি ১০ কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি অবৈধ উপায়ে অর্থ বিদেশে প্রেরণ করে মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত হয়েছেন। এই ধরনের অবৈধ অর্থ লেনদেন বা স্থানান্তরের প্রতিরোধকল্পে ২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণীত হয়। উদ্দীপকে উলি-খিত ঘটনায় মাহিন সাহেব মানি লন্ডারিং অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। সুতরাং, তিনি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন লঙ্ঘন করেছেন।

ঘ বর্তমান প্রচলিত আইনে প্রতিষ্ঠানটি অবশ্যই শাস্তির আওতায় পড়বে।

কোনো একটি দেশ থেকে অন্য দেশে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করা যায় না। তাই অনেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ স্থানান্তর করে। হুন্ডি হলো এমনই একটি অবৈধ পন্থা। এই সকল অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন ও অর্থ স্থানান্তরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রায় সকল দেশেই 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন' রয়েছে।

উদ্দীপকের মাহিন সাহেব হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করেন। অর্থাৎ অবৈধ পন্থায় বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে তিনি মানি লন্ডারিং আইন লঙ্ঘন করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পেরে তদন্ত করে। তদন্তে প্রতিষ্ঠানটি দোষী সাব্যস্ত হয়।

উদ্দীপকের মাহিন সাহেবের প্রতিষ্ঠানটি 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২'-এর আওতায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠান যথাযথ শাস্তি পাবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মাহিন সাহেবের ন্যূনতম ৪ বছর থেকে অনধিক ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। তাছাড়াও তিনি অর্থদণ্ডও দণ্ডিত হতে পারেন। এক্ষেত্রে মাহিন সাহেবের অর্থদণ্ডের পরিমাণ হবে বিদেশে প্রেরণকৃত অর্থের দ্বিগুণ পরিমাণ বা ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে যেটি অধিক। তিনি ১০ কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে প্রেরণ করেছেন। তাই তার অর্থদণ্ডের পরিমাণ হবে ১০ কোটি টাকার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০ কোটি টাকা হতে পারে। সুতরাং, মাহিন সাহেব কারাদণ্ডের পাশাপাশি ২০ কোটি টাকার অর্থদণ্ড দণ্ডিত হতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ বাংলাদেশের শেয়ার বাজার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশে দুটি শেয়ার বাজার রয়েছে। এখানে প্রতিদিনের লেনদেনের পরিমাণও বেশি। দুটি শেয়ার বাজারকে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। *[য. বো. ১৭]*

ক. বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কোনটি? ১

খ. প্রাথমিক বাজার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন দুটি শেয়ার বাজারের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তার ভূমিকা বর্ণনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হলো – 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন'।

খ প্রাথমিক বাজার বলতে কোম্পানি যে বাজারে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি বিক্রির প্রথম প্রস্তাব পেশ করে সে বাজারকে বোঝায়।

সাধারণত যৌথ মূলধনী কোম্পানি তাদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য মাধ্যমিক বাজারে প্রবেশের আগে জনগণের নিকট শেয়ার ইস্যু করে। জনগণের নিকট যে বাজারে শেয়ার ইস্যু করে সে বাজারই হলো প্রাথমিক বাজার। এ বাজারকে আইপিও (IPO: Initial Public Offering) বাজারও বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে শেয়ার বাজার হিসেবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের কথা বলা হয়েছে।

শেয়ার বাজার হলো সেই বাজার যেখান হতে যৌথ মূলধনী কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করে। সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে শেয়ার বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের দুটি শেয়ার বাজারের কথা বলা হয়েছে। এ বাজার দুটি হলো ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। এ বাজারে প্রতিদিনের লেনদেনের পরিমাণও অনেক বেশি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ মাধ্যমিক শেয়ার বাজার। অপরদিকে, বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ হলো চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। এ দুটি শেয়ার বাজারের মাধ্যমেই বাংলাদেশের সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। আবার, কোম্পানির তালিকাভুক্তকরণ ও কোম্পানির মূল্য সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ করার কাজগুলোও এ বাজারে হয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নামক সরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' বা 'বিএসইসি' হলো বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা। মূলধন বাজার বা শেয়ার বাজারকে সুসংগঠিত ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করাই হলো এ সংস্থার মুখ্য দায়িত্ব।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের দুটি শেয়ার বাজারের কথা বলা হয়েছে। এ দুটি শেয়ার বাজারকে মূলত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়াও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

আর্থিক বাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পুঁজি বাজারের উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোনো ব্রোকার অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত থাকলে 'বিএসইসি' তা চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা এ প্রতিষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া বিএসইসি বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষার প্রসার ও বিনিয়োগে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

সহায়ক তথ্য

ব্রোকার : কোম্পানির শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব যে নেয় তাকে ব্রোকার বলে।

আর্থিক বাজার : যে বাজারে শেয়ার, বন্ড, বাণিজ্যিক কাগজ ইত্যাদি বিক্রয় করা হয় সেটি হলো আর্থিক বাজার।

প্রশ্ন ▶ ৮ ময়না কোম্পানি লিমিটেড একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটির স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন হওয়ায় ৯০ দিন মেয়াদি বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে। কোম্পানিটি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে। *[য. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক পত্র কী? ১

খ. আর্থিক বাজার বলতে কী বোঝ? ২

গ. ময়না কোম্পানি কোন বাজারে বাণিজ্যিক পত্র বিক্রি করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ময়না কোম্পানি লিমিটেড বাজারে কম মূল্যে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করার কারণ কী? বিশে-ষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক পত্র হলো স্বল্পমেয়াদি ঋণপত্র, যা মুদ্রাবাজারে বিক্রি করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থসংস্থান করে থাকে।

খ যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে বাজারকে আর্থিক বাজার বলে।

আর্থিক বাজারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, মুদ্রা বাজার এবং দ্বিতীয়ত মূলধন বাজার। মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ এবং মূলধন বাজারে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

সহায়ক তথ্য

বাণিজ্যিক পত্র, ট্রেজারি বিল, শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্র ইত্যাদি হলো আর্থিক সম্পদ।

গ উদ্দীপকে ময়না কোম্পানি মুদ্রা বাজারে বাণিজ্যিক পত্র বিক্রি করেছে।
মুদ্রা বাজার বলতে সেই বাজারকে বোঝায় যেখানে স্বল্পমেয়াদি অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয়। এরূপ স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদগুলো হলো বাণিজ্যিক পত্র, ট্রেজারি বিল, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি।
উদ্দীপকের ময়না কোম্পানি লিমিটেড হলো একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটির ব্যবসায় পরিচালনায় স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন হওয়ায় বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে অর্থসংস্থান করে। এই বাণিজ্যিক পত্রের মেয়াদ হলো ৯০ দিন। এখানে বাণিজ্যিকপত্র হলো একটি স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ। আর স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদের কেনা-বেচা মুদ্রা বাজারে করা হয়। তাই বলা যায়, ময়না কোম্পানি এই বাণিজ্যিক পত্রটি মুদ্রা বাজারে বিক্রি করে স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থান করেছে।

ঘ বিনিয়োগকারীদের বাণিজ্যিক পত্রে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্যই ময়না কোম্পানি এটি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে।
বাণিজ্যিক পত্র হলো একটি স্বল্পমেয়াদি ঋণের দলিল। কোম্পানি মূলত স্বল্পমেয়াদি তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে।
উদ্দীপকে ময়না কোম্পানি বাজারে ৯০ দিন মেয়াদযুক্ত বাণিজ্যিক পত্র বিক্রয় করে। কোম্পানি এই বাণিজ্যিক পত্র লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করেছে।
মূলত বাণিজ্যিকপত্রের লিখিত মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্যই হলো বাণিজ্যিক পত্র ক্রয়কারীর মুনাফা। অর্থাৎ বাণিজ্যিক পত্র ক্রয়কারী কোনো মুনাফা বা সুদ না পেলে কখনই এ পত্রে বিনিয়োগ করবে না। অতএব, বিনিযোগকারীদের তাদের মুনাফার অংশ দেখিয়ে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্যই কোম্পানি বাণিজ্যিক পত্রটি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করেছে।

প্রশ্ন ▶৯ Tata Food Company সম্প্রতি বাজারে নতুন শেয়ার ছেড়েছে। মি. উজ্জ্বল আবেদন করলে লটারির মাধ্যমে ১০০টি শেয়ার পান। অন্যদিকে তৃষ্ণা লি. নতুন একটি কোমল পানীয় বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে যার জন্য বড় অঙ্কের মূলধন প্রয়োজন। কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা BSEC এর কাছে আবেদন করলে সংস্থাটি তা নাকচ করে দেয়। তাছাড়া কোম্পানির যথেষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থও নেই যার মাধ্যমে এটি নতুন প্রকল্প শুর" করতে পারে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. আর্থিক বাজার কী? ১
খ. কোন ধরনের কোম্পানি বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. উজ্জ্বলের বিনিয়োগটি কোন বাজার সম্পর্কিত? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. তৃষ্ণা লি. বিকল্প কোন বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে? যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে আর্থিক বাজার বলে।

খ বৃহৎ আয়তন ও স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করতে পারে।
প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই এ ধরনের পত্র বিক্রি করা হয়। এটি মুদ্রাবাজারে ব্যবহৃত স্বল্পমেয়াদি ঋণের দলিল। এ পত্রের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন পর্যন্ড় হয়ে থাকে। সাধারণত বাণিজ্যিকপত্র লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা হয়।

গ উদ্দীপকে মি. উজ্জ্বলের বিনিয়োগটি পুঁজি বা মূলধন বাজার সম্পর্কিত।
মূলধন বাজারে মূলত দীর্ঘমেয়াদের জন্য অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন করা হয়। এ বাজারকে শেয়ার বাজারও বলা হয়ে থাকে। এ বাজারকে প্রাথমিক বাজার এবং মাধ্যমিক বাজার এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
উদ্দীপকে Tata Food Company সম্প্রতি বাজারে নতুন শেয়ার ইস্যু করেছে। মি. উজ্জ্বল আবেদন করলে লটারির মাধ্যমে ১০০টি শেয়ার পান। কোম্পানি হিসেবে Tata Food Company তাদের নতুন শেয়ার বিক্রির প্রাথমিক প্রস্ড়াব অবশ্যই প্রাথমিক বাজারেই করেছে। কেননা নতুন কোম্পানিকে শেয়ার ইস্যু করতে হলে প্রাথমিক বাজারেই তা বিক্রি করতে হয়। আর প্রাথমিক বাজার হলো মূলধন বাজারেরই অংশ। অর্থাৎ এখানে মি. উজ্জ্বল মূলধন বাজারে বিনিয়োগ করেছেন।

সহায়ক তথ্য

শেয়ার, ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদি হলো আর্থিক সম্পদের উদাহরণ।

ঘ উদ্দীপকে তৃষ্ণা লি. বিকল্প হিসেবে মুদ্রা বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।
মুদ্রা বাজার হলো আর্থিক বাজারের সেই অংশ যেখানে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সাধারণত ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক কাগজ, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি দলিল বিক্রয়ের মাধ্যমে এ বাজারে অর্থসংস্থান করা হয়।
উদ্দীপকে তৃষ্ণা লি. শেয়ার বিক্রির জন্য পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা BSEC এর কাছে আবেদন করে। BSEC তৃষ্ণা লি. এর আবেদনটি বাতিল করে দেয়।
তৃষ্ণা লি. মুদ্রাবাজার হতেও অর্থসংস্থান করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক কাগজ, হস্ড়ান্ড়রযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি দলিলের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক মুদ্রা বাজারের সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ অংশ বিধায় তৃষ্ণা লি. এই সকল ব্যাংক হতে ঋণ নিয়েও মূলধন সংস্থান করতে পারে। অর্থাৎ মূলধন বাজারের পরিবর্তে তৃষ্ণা লি. মুদ্রা বাজার হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১০ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার গুর"ত্ব অপরিসীম। প্রয়োজনের তাগিদেই এদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও বিকাশ ঘটেছে। সরকার নিজ উদ্যোগেই এ খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা ও গ্রহণযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গঠন করেছে। *[ঢা. বো. ১৬]*

ক. কলমানি রেট কী? ১
খ. মানি লন্ডারিং বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে ধরনের অর্থায়ন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শৃঙ্খলা রক্ষায় গঠিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশে-ষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সুদের হারে অর্থবাজার হতে খুবই স্বল্প সময়ের (সর্বোচ্চ ১ দিন) জন্য অর্থায়ন করা হয় তাকে কলমানি রেট বলে।

খ অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে অবৈধভাবে স্থানান্ড়র করাকে মানি লন্ডারিং বলে।
অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করার উদ্দেশ্যে মানুষ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যাতে তদন্ড়কারী কর্তৃপক্ষ সহজে অবৈধ উপার্জন সম্পর্কে জানতে না পারে। প্রথমে অবৈধ উপার্জন ব্যাংকে জমা করে পরিচিতজনদের হিসাবে স্থানান্ড়র করে। পরিচিতজনদের হিসাব হতে উক্ত অর্থ উত্তোলন করে বৈধ কাজে ব্যবহার করা হয়, যাতে

লোকজন অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে না পারে। এভাবে অর্থের স্থানান্তরই হলো মানি লন্ডারিং।

গ উদ্দীপকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে সরকার 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' গঠন করেছে।

ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদত্ত ঋণ সুবিধাকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বলে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনই এদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটায়। সরকার নিজ উদ্যোগে এ খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায়। এ লক্ষ্যে সরকার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগকারী সংস্থা গঠন করেছে। ২০০৬ সালে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সরকার 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' গঠন করেছে। উদ্দীপকে সরকারের পদক্ষেপ হিসেবে এ সংস্থার গঠন ও কর্মতৎপরতাকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের দক্ষ নিয়ন্ত্রণে সরকার ২০০৬ সালে 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত শৃঙ্খলা রক্ষায় ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে গঠিত কর্তৃপক্ষকে ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ বলে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রয়োজন রয়েছে। অধিক চাহিদা থাকায় দ্রুত ক্ষুদ্র অর্থায়ন এখানে প্রসার লাভ করে। সরকারি উদ্যোগে এ খাতের শৃঙ্খলা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' নামে পরিচিত। এটিই উদ্দীপকে বর্ণিত শৃঙ্খলা রক্ষায় গঠিত প্রতিষ্ঠান।

ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও তাদের সার্বিক কল্যাণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করে। প্রয়োজনে এ সনদ বাতিলও করতে পারে। সনদ বাতিলের ভয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ম-কানুন মেনে চলে। ফলে এ খাতের শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা পেয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে সক্ষম হয়। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান একীভূতকরণে ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগকারীদের অনুরোধে প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করে। সরকারের অনুমোদন বলে এ সম্পর্কিত নীতিমালাও প্রণয়ন করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ যমুনা কোম্পানি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করতে গিয়ে সাময়িক আর্থিক সমস্যায় পড়ে। এ জন্য কোম্পানিটি ব্যাংক হতে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে। অপরদিকে সোনালী কোম্পানি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বাজারে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। যদিও কোম্পানিটির ব্যাংক হতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ ছিল।

[রা. বো. ১৬]

ক. বন্ড কী? ১

খ. 'মানি লন্ডারিং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের যমুনা কোম্পানি কোন ধরনের আর্থিক বাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সোনালী কোম্পানি কর্তৃক আর্থিক বাজারের ধরন নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল, যা বিক্রি করে কোম্পানি বা সরকার তহবিল সংগ্রহ করে।

খ অবৈধভাবে সম্পদ বা অর্থ উপার্জন এবং অবৈধভাবে এর স্থানান্তরকে মানি লন্ডারিং বলে।

অপরাধীরা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ লুকানোর চেষ্টা করে, যা মানি লন্ডারিং অপরাধ নামে পরিচিত। সাধারণত পে-সমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করা হয়। বৈধপথে উপার্জিত বা স্থানান্তরিত অর্থের একটা অংশ সরকারি কোষাগারে জমা হয়, যা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু যখন মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন বা বিদেশ থেকে টাকা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করা হয় তখন সরকারের প্রাপ্য অংশ ফাঁকি দেয়া হয়। ফলে দেশের আর্থিক উন্নয়ন বাধার সম্মুখীন হয়। আর এজন্যই বলা হয় মানি লন্ডারিং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধাস্বরূপ।

গ উদ্দীপকে যমুনা কোম্পানি মুদ্রাবাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করেছে।

অর্থ বা মুদ্রাবাজার হলো আর্থিক বাজারের সেই অংশ, যেখানে স্বল্পমেয়াদি অর্থ ও আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

উদ্দীপকে যমুনা কোম্পানি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করতে গিয়ে সাময়িক আর্থিক সমস্যায় পড়ে। এজন্য কোম্পানিটি ব্যাংক হতে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে। অর্থাৎ যমুনা কোম্পানি বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করে। যমুনা কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত জমাতিরিক্ত ঋণটি অবশ্যই স্বল্প মেয়াদে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ তারা যে ঋণটি নিয়েছে তা স্বল্পমেয়াদি ঋণ। আবার যমুনা কোম্পানি যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে সেই ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য। কেননা, দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ মুদ্রাবাজারের অংশ। সুতরাং যমুনা কোম্পানি মুদ্রাবাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে সোনালী কোম্পানির মূলধন বাজার নির্বাচনের বিষয়টি যৌক্তিক।

মূলধন বাজার হলো আর্থিক বাজারের সেই অংশ যেখানে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয়।

উদ্দীপকে সোনালী কোম্পানি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বাজারে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। যদিও কোম্পানিটির ব্যাংক হতে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ ছিল।

যেহেতু সোনালী কোম্পানির ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রয়োজন সেহেতু ঋণের পরিমাণও বেশি। যদি সোনালী কোম্পানি মুদ্রাবাজার নির্বাচন করত অর্থাৎ ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করত তাহলে তা অবশ্যই ১ বছরের কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হতো। শেয়ার ইস্যু করায় অর্থাৎ মূলধন বাজার নির্বাচন করায় এ দায় পরিশোধ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া শেয়ার মালিকদের ঋণদাতাদের মতো সুদও প্রদান করতে হবে না। তাই সব দিক বিবেচনায় বলা যায়, সোনালী কোম্পানি কর্তৃক মূলধন বাজার নির্বাচন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন ▶ ১২ রবিন ও নোমান দুই বন্ধু কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশকিছু টাকা নিয়ে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে আসেন। রবিন তার অর্জিত অর্থ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। অন্যদিকে নোমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি ছাড়াই তার এলাকায় বসবাসরত প্রবাসীদের আনীত বৈদেশিক মুদ্রাকে বাংলাদেশি টাকায় রূপান্তর করেন। তার এ ধরনের ব্যবসায়ের কারণে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। রবিন ও নোমান বাংলাদেশি নাগরিক।

[কু. বো. ১৬]

ক. BSEC কী? ১

খ. অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে রবিনকে তার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের জন্য আর্থিক বাজারের কোন অংশে যেতে হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নোমানের ব্যবসায়টি আইনগতভাবে অবৈধ'– এর যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BSEC- Bangladesh Securities and Exchange Commission হচ্ছে বাংলাদেশের শেয়ার ও স্টক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য গঠিত সংস্থা।

খ যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক নয় কিন্তু বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রদান, শেয়ার, বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে আর্থিক বাজারের সাথে সংশি-ষ্ট সেগুলোই অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের মূলধন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের কাছ থেকে কোনো আমানত সংগ্রহ করে না কিন্তু সিকিউরিটিজ বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে। এদের কাজ অনেকটা ব্যাংকের মতো বিধায় এগুলোর নাম অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

গ উদ্দীপকের আলোকে রবিনকে তার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের জন্য আর্থিক বাজারের ইক্যুইটি অংশে যেতে হবে।

যে বাজারে ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ যেমন- সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে ইক্যুইটি বাজার বলে। একে মালিকানা তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি বাজার বলা হয়। আবার সাধারণত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় বলে এটি শেয়ারবাজার নামে পরিচিত। এর দুটি অংশ থাকে– প্রাথমিক বাজার এবং মাধ্যমিক বাজার।

উদ্দীপকে রবিন কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আসেন। তিনি তার অর্জিত অংশ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে তার জন্য আর্থিক বাজারের ইক্যুইটি অংশ সবচেয়ে ভালো হবে। কারণ এখানেই শুধু দীর্ঘ মেয়াদে মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। তবে রবিন প্রাথমিক না মাধ্যমিক বাজারে বিনিয়োগ করবেন সেটা নির্ভর করে সুযোগ-সুবিধা, তার ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা ইত্যাদির ওপর। তবে শেয়ারে বিনিয়োগ করার জন্য তার ইক্যুইটি অংশে যেতে হবে।

ঘ নোমানের ব্যবসায়টি বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৪৭ অনুযায়ী পুরোপুরি অবৈধ।

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদন ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিরাই বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদিত ব্যবসায়ী হতে পারে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা আইনগতভাবে অবৈধ।

উদ্দীপকে নোমান কিছুদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন বেশ কিছু টাকা নিয়ে দেশে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার জন্য। নোমান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো অনুমতি ছাড়াই তার এলাকায় বসবাসরত প্রবাসীদের আনীত বৈদেশিক মুদ্রাকে বাংলাদেশি টাকায় রূপান্ড়র করা শুর" করেন। ফলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কারণ তিনি কাজটি করেছেন তা অবৈধ।

আইনানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ অনুমোদিত ডিলার (Dealer) না হয়েই নোমানের কোনো এখতিয়ার নেই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ক্রয় বা কর্জ করার। এরূপ করলে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে উক্ত ব্যক্তিকে ৪ বছরের কারাদ" এবং আর্থিক দ" বা উভয় দ"ে দ"িত করার বিধান আছে। সুতরাং বলা যায়, নোমান বাংলাদেশের নাগরিক হলেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা রূপান্ড়র করার ব্যবসায়টি আইনগতভাবে অবৈধ।

প্রশ্ন ▶১৩ জনাব ফাহিম খুলনার মংলা বন্দরের একজন কর্মকর্তা। অন্য কর্মকর্তারা সৎভাবে ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলেও তিনি পণ্য খালাসের সময় অসদুপায়ে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ সিঙ্গাপুরে শাপলা নামক একটি ব্যাংকে জমা করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসন্ধানে তার এ কাজটি ধরা পড়ে এবং আইনানুযায়ী তার বির"দ্ধে শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। *[চ. বো. ১৬]*

ক. আর্থিক বাজার কী? ১

খ. ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব ফাহিমের শাপলা ব্যাংকে টাকা জমা রাখা কোন ধরনের কার্যক্রম? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফাহিমের শাপলা ব্যাংকে অর্থ স্থানান্ড়রের শাস্ড়ি কী হতে পারে? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে আর্থিক বাজার বলে।

খ 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' ঋণ ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান।

এটি ২০০৬ সালে কার্যক্রম শুর" করে। বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে এ সংস্থা যাবতীয় নিয়ম-কানুন প্রচলন করে। কোনো প্রতিষ্ঠান এসব নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্ড়ি প্রদান করে। এটি দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

গ উদ্দীপকে জনাব ফাহিমের শাপলা ব্যাংকে টাকা রাখাকে মানি লন্ডারিং বলা হয়।

মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ পন্থায় অর্থ ও সম্পদ অর্জন, বৈধ ও অবৈধ পন্থায় হস্ড়ান্ড়র, রূপান্ড়র, অবস্থান গোপনকরণ বা উক্ত কাজে সহায়তা করা।

উদ্দীপকে জনাব ফাহিম একজন শুল্ক কর্মকর্তা হিসেবে মংলা বন্দরে কাজ করেন। তিনি পণ্য খালাসের সময় অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করেছেন। এ অবৈধ অর্থ তিনি আবার অবৈধ উপায়ে সিঙ্গাপুরে শাপলা ব্যাংকে পাচার করতেন, যা তিনি গোপন রেখেছেন। ব্যাংক হলো অর্থের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। যখন ব্যাংকে দেশীয় আইন লঙ্ঘন করে অর্থ স্থানান্ড়র করা হয় সেটিকে অবৈধ লেনদেন বলা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক এটি উদঘাটন করে। সুতরাং জনাব ফাহিমের শাপলা ব্যাংকে টাকা স্থানান্ড়র মানি লন্ডারিং, যা শাস্ড়ি যোগ্য অপরাধ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব ফাহিমের শাপলা ব্যাংকে অর্থ স্থানান্ড়রের শাস্ড়ি মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী হবে।

অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ বৈধ বা অবৈধভাবে স্থানান্ড়রকে মানি লন্ডারিং বলে, যা আইন অনুযায়ী শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ।

মানি লন্ডারিং একটি দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে। মানি লন্ডারিং ঠেকাতে বাংলাদেশে ২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার শাস্ড়ির বিধান রাখা হয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব ফাহিম অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে অবৈধভাবে সিঙ্গাপুরের শাপলা ব্যাংকে স্থানান্ড়র করে মানি লন্ডারিং অপরাধ করেছেন। তিনি মানি লন্ডারিং আইন অনুযায়ী শাস্ড়ি পাবেন। আইন অনুসারে তিনি ন্যূনতম ৪ বছর এবং অনধিক ১২ বছর পর্যন্ড় কারাদ"ে দ"িত হবেন। পাশাপাশি অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তির দ্বিগুণ অর্থ বা ১০ লক্ষ টাকা (যেটি বেশি) অর্থদ"ে দ"িত হবেন। আদালত চাইলে জনাব ফাহিমের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১৪ সৃজনী লি. নবগঠিত আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে চায়। তাই মূলধনের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ এস.ই.সি-এর অনুমতি নিয়ে বন্ড ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসায় শুর" করে। অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সফল হয় এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে। তবে রপ্তানিকৃত আয়ের কিছু অংশ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট অংশ হুন্ডির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠানটিকে দোষী সাব্যস্ড় করে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. বন্ড কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সৃজনী লি. কোন আর্থিক বাজারে বন্ড ও শেয়ার বিক্রয় করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ড় হবার কারণটি বিশে-ষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ঋণের দলিল বিক্রয় করে ইস্যুকারী দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সংগ্রহ করে তাকে বন্ড বলে।

খ মুদ্রার মান ও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যে পদ্ধতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারে ঋণের কাম্য স্ড়র বজায় রাখে তাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজারে অর্থের ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত কোনোটাই কাম্য নয়। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজারে ঋণের পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত সীমার মধ্যে রাখা হয়। এতে মূল্যস্ড়র তথা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সৃজনী লি. পুঁজিবাজারে বন্ড ও শেয়ার বিক্রয় করেছিল।
যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ শেয়ার, ঋণপত্র, বন্ড ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে মূলধন বা পুঁজিবাজার বলে।
উদ্দীপকে সৃজন লি. নবগঠিত আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এটি বিদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে চায়। তাই মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ এসইসির (SEC- Security and Exchange Commission) অনুমতিসাপেক্ষে বন্ড ও শেয়ার বিক্রি করে। যেকোনো প্রতিষ্ঠান বন্ড ও শেয়ার বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। তবে এর জন্য তাকে কিছু নিয়মনীতি পালন করতে হয়। উদ্দীপকের সৃজনী লি.ও নিয়ম হিসেবে এসইসির (SEC– Security and Echange Commission) অনুমতি নিয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল বন্ড ও শেয়ার ইস্যু করেছে। উক্ত দলিলগুলো দীর্ঘ মেয়াদের (১ বছরের বেশি) জন্য ব্যবহার করা হয়। তাই উদ্দীপকের সৃজনী লি. বর্ণিত পরিস্থিতিতে পুঁজি বা মূলধন বাজারে বন্ড, শেয়ার বিক্রয় করেছিল।

ঘ উদ্দীপকের সৃজনী লি. মানি লন্ডারিং অপরাধ করেছে বলে আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ড়।
অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ অবৈধভাবে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্ড়রের যাবতীয় কৌশলকে মানি লন্ডারিং বলে। মানুষ দুর্নীতি ও অপরাধের দ্বারা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করে। তদন্ড়কারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে এ অর্থ বিভিন্ন কৌশলে লুকানোর চেষ্টা করে। অবৈধ পথে অর্জিত এ অর্থ লুকানোর যাবতীয় কলাকৌশল মানি লন্ডারিংয়ের আওতাভুক্ত, যা আইনের দৃষ্টিতে শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ।
উদ্দীপকে সৃজনী লি. একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এটি বিদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। রপ্তানিকৃত অর্থের মূল্য ব্যাংক ও হুন্ডির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করার কারণে সরকার রপ্তানি আয়ের থেকে প্রাপ্ত শুল্ক হতে বঞ্চিত হয়েছে। তাই রপ্তানি মূল্য আমাদের বৈদেশিক রিজার্ভ বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে না। এ কারণে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ স্থানান্ড়রকে মানি লন্ডারিং আইনে অবৈধ এবং শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ বলা হয়েছে। উদ্দীপকের সৃজনী লি. হুন্ডি ব্যবহার করে উক্ত অপরাধটি করেছে, তাই প্রতিষ্ঠানটি আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ড় হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৫ ডিংডং কোম্পানি একটি খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটির সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানির ব্যবস্থাপক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ড় নেন। অপরপক্ষে, মার্সেল গ্রুপ একটি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। মার্সেল গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপক শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ড় নিলে আইনগত জটিলতায় পড়ে এবং জানতে পারে যে, মার্সেল গ্রুপ এর শেয়ার বিক্রির কোনো ক্ষমতা নেই। *[য. বো. ১৬]*

ক. বাংলাদেশে কয়টি শেয়ারবাজার রয়েছে? ১
খ. BSEC কোন ধরনের সংস্থা? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ডিংডং কোম্পানি কোন ধরনের কোম্পানি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মার্সেল গ্রুপ কেন শেয়ার বিক্রির ক্ষমতা রাখে না? শেয়ার বিক্রি করা ছাড়া কোম্পানিটি কীভাবে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে তা বিশে-ষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে দুইটি শেয়ারবাজার রয়েছে– DSE (Dhaka Stock Exchange) ও CSE (Chittagong Stock Exchange)।

খ BSEC – Bangladesh Securities and Exchange Commision বাংলাদেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।
BSEC বাংলাদেশের দুইটি স্টক একচেঞ্জের যেকোনো ধরনের নিয়ম বহির্ভূত লেনদেন ও জালিয়াতি বন্ধে ভূমিকা রাখে। প্রয়োজনে BSEC ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শেয়ার সিকিউরিটি সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ সংক্রান্ড় বিভিন্ন তথ্য BSEC প্রকাশ করে। সর্বোপরি, BSEC শেয়ারবাজারগুলোকে দেশের আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে।

গ উদ্দীপকে ডিংডং কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
যে যৌথ মূলধনী কোম্পানি অবাধে সর্বসাধারণের কাছে শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মূলধন অনেকগুলো শেয়ারে বিভক্ত থাকে। স্টক একচেঞ্জে নিবন্ধিত হয়ে এ কোম্পানি শেয়ার বিক্রয় করতে পারে।
উদ্দীপকে ডিংডং কোম্পানি খেলনা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটি সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োজন পড়ে। কোম্পানির ব্যবস্থাপক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ড় নেন। ডিংডং কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় কোনো ধরনের আইনি জটিলতা ছাড়াই সহজে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, ডিংডং কোম্পানিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ঘ উদ্দীপকের মার্সেল গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় শেয়ার বিক্রির ক্ষমতা রাখে না।
যে সীমিত দায় কোম্পানি সর্বনিম্ন দুইজন ও সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সরাসরি জনগণের কাছে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করতে পারে না।
উদ্দীপকে মার্সেল গ্রুপ একটি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটির ব্যবস্থাপক শেয়ার ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ করতে চাইলে আইনি জটিলতায় পড়ে। পরে জানতে পারে যে, তাদের শেয়ার বিক্রির কোনো ক্ষমতা নেই। কোম্পানিটির শেয়ার আছে বিধায় তা কোম্পানি। আবার শেয়ার বিক্রির ক্ষমতা নেই বলে এটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।
শেয়ার বিক্রি ছাড়াও কোম্পানিটি ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। আইন অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করতে পারে না। যেমন মার্সেল গ্রুপ পারেনি। আবার মার্সেল গ্রুপ একইভাবে ঋণপত্রও ইস্যু করতে পারবে না। সুতরাং মার্সেল গ্রুপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হওয়ায় এটি ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶১৬ জনাব কামাল পাথর সরবরাহকারী। সম্প্রতি তিনি স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে পাথর সরবরাহের কাজ পেয়েছেন। তিনি তার বন্ধুর পরামর্শে IPO তে আবেদন করে বেশকিছু শেয়ার বরাদ্দ পান। কিন্তু জনাব কামালের শেয়ারবাজার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান নেই। *[ব. বো. ১৬]*

ক. IPO কী? ১
খ. মাধ্যমিক শেয়ার বাজার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব কামাল শেয়ার বাজারে কেন বিনিয়োগ করলেন? ৩
ঘ. জনাব কামালের শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ যথার্থ কি না? ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেয়ারবাজারে নিবন্ধিত কোনো প্রতিষ্ঠান প্রথমবারের মতো জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব করলে তাকে IPO (Intial Public Offering) বলে।

খ যে বাজারে প্রাথমিক বাজারের ইস্যুকৃত শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি পরবর্তীতে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে মাধ্যমিক শেয়ারবাজার বলে।
তারল্য বজায় রাখা এবং প্রতিনিয়ত শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিজ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করাই এরূপ বাজারের উদ্দেশ্য। এ বাজারে শেয়ারের মূল্য সর্বদাই ওঠানামা করে। সাধারণত ব্রোকার, ডিলার, ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাই হলো এ বাজারের অংশগ্রহণকারী।

গ উদ্দীপকে জনাব কামাল অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করলেন।
যে বাজারে যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিজ লেনদেন হয় তাকে শেয়ারবাজার বলে। সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের ক্ষেত্রে শেয়ারবাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উদ্দীপকে জনাব কামাল একজন পাথর সরবরাহকারী। সম্প্রতি তিনি স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে পাথর সরবরাহের কাজ পেয়েছেন। কিন্তু বন্ধুর পরামর্শে তিনি IPO-তে বিনিয়োগ করেন। অর্থাৎ তিনি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন। তিনি যদি পাথর ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন তাহলে তার লাভের পরিমাণ হবে সীমিত। কিন্তু শেয়ারবাজারে যেমন ঝুঁকিও বেশি তেমন লাভের সম্ভাবনাও বেশি। কেননা শেয়ারবাজারে লাভের পরিমাণ মূলত নির্ভর করে শেয়ারের বাজারমূল্যের ওপর। বাজারমূল্য যত বেশি বিনিয়োগকারীর লাভের পরিমাণও হবে তত বেশি। সুতরাং অধিক মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় জনাব কামাল শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেন।

ঘ উদ্দীপকে জনাব কামালের শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ যথার্থ নয়।
যে বাজারে যৌথ মূলধনী কোম্পানির শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি সিকিউরিটিজ লেনদেন হয় তাকে শেয়ারবাজার বলে।
উদ্দীপকে জনাব কামাল একজন পাথর ব্যবসায়ী। বন্ধুর পরামর্শে সম্প্রতি তিনি IPO তে আবেদন করে কিছু শেয়ার বরাদ্দ পান। যদিও শেয়ারবাজার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান তার নেই।
শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ফলে জনাব কামালের লাভের সম্ভাবনা যেমন বেশি তেমনি ঝুঁকির পরিমাণও বেশি। কেননা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের সাফল্য নির্ভর করবে জনাব কামালের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর। আর সঠিক সিদ্ধান্ত তিনি তখনই নিতে পারবেন যখন তার এ সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকবে। যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় তিনি বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারবেন না, যা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং জনাব কামালের সিদ্ধান্তটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ▶১৭ জনাব সামী তার অফিসের অবৈধ টাকা তার ব্যাংক হিসাব থেকে অন্য দুটি ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে দেন। এভাবে কিছুদিন জমা করার পর কর বিভাগ তার ব্যাংক হিসাব জব্দ করে। তিনি এখন আদালতে মামলা করে ঐ অর্থ ফেরত পেতে চাচ্ছেন।
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

ক. পুঁজি বাজার কাকে বলে? ১
খ. বাণিজ্যিক পত্রকে কেন ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উলি-খিত সামীর কার্যক্রম মানি লন্ডারিং এর কোন ধাপের অধীন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব সামী কি আদালতে মামলা করার মাধ্যমে তার অর্থ ফেরত পারে বলে তুমি মনে করো তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে বাজারে শেয়ার বন্ড ডিবেঞ্চার লেনদেন করা হয়, তাকে পুঁজি বাজার বলে।

খ বাণিজ্যিক পত্র ইস্যুকারীর দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে এটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ।
বৃহৎ নামকরা প্রতিষ্ঠান যে দলিল বিক্রয় করে পূর্ণ অর্থ বাজার থেকে স্বল্প মেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করে তা হলো বাণিজ্যিক পত্র। বাণিজ্যিক পত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় দেউলিয়া হতে পারে। ইস্যুকারী দেউলিয়া হলে বাণিজ্যিক পত্রের ক্রেতা তার বিনিয়োগ ফেরত প্রাপ্তির অধিকার হারায়। এজন্য বাণিজ্যিক পত্র ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব সামীর এর কার্যক্রম মানি লন্ডারিং এর পেলেয়ারিং ধাপের অধীন।
বৈধ বা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ গোপন করাই হলো মানি লন্ডারিং। মানি লন্ডারিং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। অপরাধী তিনটি ধাপে মানি লন্ডারিং কার্যক্রমে জড়িত হয়। যথা- পে-সমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন।
উদ্দীপকে জনাব সামী তার অফিসের অবৈধ টাকা তার ব্যাংক হিসাব থেকে অন্য দুটি হিসাবে স্থানান্তর করে দেন। মানি লন্ডারিং এর প্রথম ধাপ হলো পে-সমেন্ট। অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ প্রথমবারের মত ব্যাংকে জমা রাখলে তা পে-সমেন্ট এর আন্তর্ভুক্ত। পে-সমেন্ট সফল হলে অপরাধী জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন হিসাবে স্থানান্তর করে অর্থের উৎস গোপন করার চেষ্টা করে যা লেয়ারিং নামে পরিচিত। লেয়ারিং সফল হলে, বিভিন্ন হিসেবে স্থানান্তরিত অর্থ উত্তোলন করে বৈধ পন্থায় ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালায়। এটি ইন্টিগ্রেশন নামে পরিচিত। উদ্দীপকে জনাব সামীরের কাজটি মানি লন্ডারিং এর দ্বিতীয় ধাপ লেয়ারিং এর অধীন।

ঘ জনাব সামী আদালতে মামলা করে তার অর্থ ফেরত পাবে না বলে আমি মনে করি।
মানি লন্ডারিং শাস্তিযোগ্য অপরাধ মানি লন্ডারিং আইন ২০০২ অনুযায়ী এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তির সম্পত্তি জব্দ করা, আর্থিক শাস্তি ও কারাদন্ড প্রদানের অধিকার কর বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে রয়েছে।
উদ্দীপকে জনাব সামী তার অফিসের অবৈধ অর্থের টাকা তার ব্যাংক হিসাব থেকে অন্য দুটি ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে মানি লন্ডারিং অপরাধ করেছেন। কিছুদিন পর কর বিভাগ তার ব্যাংক হিসাব জব্দ করে। তিনি আদালতে মামলা করে জব্দকৃত সম্পদ ফেরত পেতে চান। আদালত মানি লন্ডারিং অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পদ হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করতে পারে। এ অবস্থায় জব্দ অর্থ বা সম্পদ বিক্রয় বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না। অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধী অন্যূনতম ৪ বছর এবং অনধিক ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। আবার দ্বিগুণ মূলধন সমপরিমাণ বা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেটি অধিক, সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রার ওপর শাস্তির পরিমাণ নির্ভর করবে।
উদ্দীপকে জনাব সামী অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করেছে। তাই তার জব্দকৃত অর্থ ফেরত প্রাপ্তির মামলায় আদালত অনুমতি দিবে না।

প্রশ্ন ▶১৮ মি. রনি ও মি. জনি দুজনই ছোটবেলার বন্ধু। তারা দুজনই একসাথে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করেছে। তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী চাকরি করা সত্ত্বেও আর্থিকভাবে সচ্ছল না। তাই দুই বন্ধু মিলে সমপরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে চুক্তির ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। হঠাৎ মি. জনির অর্থের প্রয়োজন পড়লে তিনি তার অংশটি বিক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু আইনগত জটিলতার কারণে তিনি তা করতে পারছেন না।*[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. বাণিজ্যিক পত্র কী? ১
খ. কোন সিকিউরিটির মেয়াদ ২৭০ দিন হলে কোন বাজারে লেনদেন করা হবে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের কোন আইন প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মি. জনির মালিকানার অংশটি বিক্রয় করতে না পারার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্বল্পমেয়াদি জামানত বিহীন অঙ্গীকারপত্র বিক্রি করে বৃহৎ নামকরা কোম্পানি স্বল্পমেয়াদি মূলধনের চাহিদা পূরণ করে, তাকে বাণিজ্যিক পত্র বলে।

খ কোন সিকিউরিটির মেয়াদ ২৭০ দিন হলে তা মুদ্রা বাজারে লেনদেন করা হয়।
এক বছর বা তার চেয়ে কম মেয়াদের জন্য যে বাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তা হলো মুদ্রা বাজার। ২৭০ দিন মেয়াদি সিকিউরিটি যেহেতু ১ বছরের চেয়ে কম মেয়াদি তাই এটিও মুদ্রা বাজারে লেনদেন করা হবে।

সহায়ক তথ্য
বাণিজ্যিক পত্রের মেয়াদ সাধারণত ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

গ উদ্দীপকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের অংশীদারি আইন ১৯৩২ প্রযোজ্য।
১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে দুই থেকে বিশ জন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে কারবার প্রতিষ্ঠা করে তাকে অংশীদারি কারবার বলে। এ ধরনের কারবার পরিচালনায় 'অংশীদারি আইন' মেনে চলতে হয়।
উদ্দীপকে মি. রনি ও মি. জনি দুজনই ছোটবেলার বন্ধু। জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে, তারা পছন্দ অনুযায়ী চাকরিতে যোগ দেন। তা স্বত্ত্বেও তারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নন। তাই তারা সমপরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে চুক্তির ভিত্তিতে একটি কারবার গড়ে তোলেন। চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় অংশীদারি কারবার। এ কারবারে কমপক্ষে ২জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন ব্যক্তি সদস্য হতে পারে। উদ্দীপকে মি. রনি ও মি. জনি দুইজন মিলে চুক্তি করে ব্যবসায় শুর" করেছেন। তাই তাদের কারবারটি অংশীদারি কারবার।
১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী এ ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে মি. জনির মালিকানার অংশটি বিক্রয় করতে না পারা যৌক্তিক।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ২ থেকে ২০ জন ব্যক্তি চুক্তির ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। একমালিকানা কারবাররের মূলধন স্বল্পতা ও মালিকের ব্যক্তিগত অক্ষমতা দূর করতে অংশীদারি কারবারের উৎপত্তি।
উদ্দীপকে মি. রনি ও জনি দুই বন্ধু। তারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে কাঙ্খিত চাকরিতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে সমমূলধনের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অংশীদারি কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। হঠাৎ মি. জনির অর্থের প্রয়োজন পড়লে তিনি কারবারে তার অংশটি বিক্রয় করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু আইনগত জটিলতার জন্য তিনি তা করতে পারেন নি।
অংশীদারি কারবারের মালিকানা অবাধে হস্ড়ান্ড়র করা যায় না। সকল অংশীদারের সম্পত্তি ছাড়া কোনো অংশীদার তার মালিকানা অন্য কারো কাছে হস্ড়ান্ড়র করতে পারে না। কারণ, এর ফলে অংশীদারিত্বের বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। উদ্দীপকে মি. জনি অংশীদারি কারবারে তার নিজের অংশ বিক্রয় করতে চাইলেন। এ জন্য তিনি অপর অংশীদার রনির অনুমতি গ্রহণ করে নি। তাই আইনগত কারণে জনি তার মালিকানার অংশ বিক্রয় করতে পারেনি।

প্রশ্ন ▶১৯ জনাব রতন একজন রপ্তানিকারক। তিনি আমদানিকারকদের নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। তিনি এগুলো বাজারে বিক্রয় করে অর্থসংস্থান করতে পারেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রাসারণের জন্য শেয়ার বন্ড বিক্রয় মূলধন গঠন করেন।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]

ক. মানি লন্ডারিং কী? ১
খ. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব রতনের প্রাপ্ত বিলসমূহ কোন ধরনের বাজারে বিক্রয় হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে মূলধন গঠনে যে বাজারটি মুখ্য ভূমিকা রাখে তা বিশে-ষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্ড়র করার কাজকে মানি লন্ডারিং বলে।

খ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হলো পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে পুঁজি বাজারে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ইস্যুকারী এ সকল সিকিউরিটি ব্রিকয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। আর বিনিয়োগকারী ইস্যুকৃত সিকিউরিটি ক্রয় করে। বিনিয়োগকারীগণ তারল্য চাহিদা মেটাতেও নিজেদের মাঝে শেয়ার কেনা বেচা করে। যেখানে ব্রোকার, ডিলার, বাজারসহ বহু পক্ষ জড়িত। শেয়ার বাজারে নিয়োজিত এসকল পক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে সিকিউটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

গ জনাব রতনের প্রাপ্ত বিলসমূহ অর্থ বাজারে বিক্রয় হয়।
এক বছরের চাইতে কম মেয়াদি সিকিউরিটি যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে অর্থ বাজার বলে। ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে এ বাজার খুবই কার্যকর।
উদ্দীপকে জনাব রতন একজন রপ্তানিকারক। তিনি আমদানিকারকদের নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। তিনি এগুলো বাজারে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধে ক্রেতা বিক্রেতাকে যে লিখিত প্রতিশ্র"তি প্রদান করে তাহলো অঙ্গীকারপত্র। আর বিক্রেতা কর্তৃক লিখিত বিলে ক্রেতা মূল্য পরিশোধে স্বীকৃতি দিলে তা বিনিময় বিলে রূপান্ড়রিত হয়। বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্র নির্দিষ্ট সময় পর ক্রেতার নিকট উপস্থাপন করে মূল্য সংগ্রহ করেন বিক্রেতা। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মূল্য পেতে বিক্রেতা বাজারে সিকিউরিটিগুলো বিক্রয় করতে পারেন। এ সিকিউরিটি গুলোর মেয়াদ ১ বছরের চেয়ে কম হয়ে থাকে। উদ্দীপকে জনাব রতন তার প্রাপ্ত অঙ্গীকার পত্র ও বিনিময় বিল বিক্রয় করেছেন। স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটি হওয়ায় এগুলো মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করা হয়েছে।

ঘ ব্যবসায় সম্প্রসারণে মূলধন গঠনে পুঁজি বাজার স্থায়ী ভূমিকা পালন করে।
স্থায়ী সম্পত্তি সংগ্রহে যে বাজারে ১ বছরের চেয়ে বেশি মেয়াদি সিকিউরিটি (শেয়ার, বন্ড) ক্রয় বিক্রয় করা হয়। তাকে পুঁজি বাজার বলে।
উদ্দীপকে জনাব রতন একজন আমদানিকারক। তিনি রপ্তানিকারকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অঙ্গীকারপত্র ও বিনিময় বিল অর্থ বাজারে বিক্রয় করে ব্যবসায়ের চলতি মূলধন সংগ্রহ করেন। পক্ষান্ড়রে, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে পুঁজি বাজারে শেয়ার, বন্ড বিক্রয় করেন।
ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে চলতি মূলধনের চেয়ে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন বেশি। স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত আসতে সময়ও বেশি লাগে। এ বিনিয়োগ স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে সংগ্রহ করা হলে, বিনিয়োগ প্রাপ্ত নগদ প্রবাহের সময় আর সংগৃহিত মূলধন পরিশোধের সময়ের মাঝে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি উৎস হিসেবে পুঁজি বাজার থেকে ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত। এতে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ দ্বারা সংগৃহীত মূলধন সহজে ও ঝামেলাহীনভাবে পরিশোধ করা যায়। উদ্দীপকে জনাব রতন একই পদ্ধতিতে ব্যবসায় সম্প্রসারণে পুঁজি বাজারে শেয়ার, বন্ড বিক্রয় করেছে। সিদ্ধান্ড়টি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ আবির কোম্পানি লি. তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানির ব্যবস্থাপক শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ড় নেয়। অপর দিকে, জনাব আতিক একজন পোশাক আমদানিকারক। তিনি পোশাক আমদানী করার সময় অবৈধ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থ কলকাতায় 'NX' ব্যাংকে আমানত হিসাবে জমা করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ড়ের মধ্যে তার এই কার্যকলাপ ধরা পড়ে এবং তার বির"দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।*[ঢাকা কমার্স কলেজ]*

ক. আর্থিক বাজার কী? ১
খ. ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? –ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে আবির কোম্পানি লি. কোন ধনের বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আইন অনুযায়ী জনাব আতিকের ব্যবসায়টি অবৈধ –ব্যাখ্যা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল বাণিজ্যিক পত্র, শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে আর্থিক বাজার বলে।

খ বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক হলো 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ২০০৬ সালে 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার এ সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে।

গ উদ্দীপকে আবির কোম্পানি লি. মূলধন বা পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে।

যে বাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক বছরের অধিক সময়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তাকে পুঁজি বাজার বলে।

উদ্দীপকে আবির কোম্পানি তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে চায়। কোম্পানির ব্যবস্থাপক এ লক্ষ্যে বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেয়ার হলো এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা কোম্পানির আংশিক শেয়ার বিক্রয় থেকে নগদ টাকা পায়। দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে এরূপ অর্থ ব্যবহার রক্ষা হয়। আর যে বাজারে এরূপ দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়বিক্রয় করতে হয় তা হলো পুঁজি বাজার।

উদ্দীপকের আবির কোম্পানি লি. শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে চান। অর্থাৎ কোম্পানিটি পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে চায়।

ঘ আইন অনুযায়ী আতিকের কাজটি মানি লন্ডারিং এর সংজ্ঞাযুক্ত যা অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ব্যবসায়।

অবৈধ ও বা বৈধ উভয়ভাবে উপার্জিত সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্তরের সাথে জড়িত সার্বিক কার্যক্রমকে মানি লন্ডারিং বলে।

উদ্দীপকে জনাব আতিক একজন পোশাক আমদানীকারক। তিনি পোশাক আমদানি করার সময় অবৈধ উপায় অবলম্বন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি সেই অর্থ কলকতায় 'NX' ব্যাংকে আমানত হিসেবে জমা করেন। অর্থাৎ তিনি মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত। বাংলাদেশের ব্যাংকের তদন্তে এটি ধরা পড়ে। এর ফলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য বেশি দেখিয়ে অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য কম দেখিয়ে আমদানি রপ্তানিকারক একদেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ স্থানান্তর করে। ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হয়। এটি দেশের নিট আয় কমিয়ে দেয়। এজন্য অবৈধ উপায়ে অর্থ স্থানান্তর আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। উদ্দীপকের মি. আতিক একই পন্থায় বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে মানি লন্ডারিং অপরাধ করেছেন। তাই তার কাজটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

প্রশ্ন ▶২১ রাফসান কোম্পানি তাদের প্রস্তুতকৃত পোশাক বিদেশে রপ্তানি করে তাদের প্রস্তুতকৃত পোশাক মানসম্মত হওয়ায় চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে। গ্রাহকদের চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের কাছে পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তারা বিএসইসি-এর অনুমতি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাড়তি অর্থের সংস্থান করবে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি হুন্ডি ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, যাতে অধিক মুনাফা নিশ্চিত হয়। পরে সরকার বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স বাতিল করে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ]*

ক. আর্থিক বাজার কী? ১

খ. নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রাফসান কোম্পানি কোন বাজার থেকে অর্থসংস্থান করতে চেয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স বাতিল করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ যথা: শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, বাণিজ্যিকপত্র, ট্রেজারি বিল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে আর্থিক বাজার বলে।

খ যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে কিন্তু চেকের মাধ্যমে উক্ত আমানত উত্তোলনের সুযোগ দেয় না, তাদেরকে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে।

নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে থাকে। এজন্য তাদের দীর্ঘমেয়াদি আমানত সংগ্রহ করতে হয়। তাই এসকল প্রতিষ্ঠান জগণের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের যত আমানত গ্রহণ করে তবে তা দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদের জন্য গৃহীত এ আমানত চেকে উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয় না। মেয়াদ শেষে গৃহীত আমানত সুদসহ এককালীন প্রদান করে থাকে।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশে লংকা ফাইন্যান্স, IDLC নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

গ রাফসান কোম্পানি পুঁজিবাজার থেকে অর্থসংস্থান করতে চেয়েছিল।

পুঁজি বা মূলধন বাজারে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ হিসেবে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

উদ্দীপকে রাফসান কোম্পানি তাদের প্রস্তুতকৃত পোশাক বিদেশে রপ্তানি করে। তাদের প্রস্তুতকৃত পোশাক মানসম্মত হওয়ায় এর চাহিদা ব্যাপক হারে বাড়ছে। গ্রাহকদের চাহিদা মিটানোর জন্য ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করা জরুরি। তাদের পর্যাপ্ত পুঁজি না থাকায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিএসইসি এর অনুমতি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাড়তি অর্থের সংস্থান চাইছে। এখানে প্রতিষ্ঠানটি মূলত পুঁজি বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কারণ শেয়ার বিক্রয় করার জন্য পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি-এর অনুমতি নিতে হয় যা রাফসান কোম্পানি ভাবছে। এভাবে পুঁজিবাজার থেকে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাফসান কোম্পানি পুঁজি বা মূলধন বাজার থেকে অর্থসংস্থান করতে চেয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত রাফসান কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করার যৌক্তিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্তরের সাথে জড়িত সার্বিক প্রক্রিয়াকে মানি লন্ডারিং বলে। এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

উদ্দীপকে রাফসান কোম্পানি তাদের প্রস্তুতকৃত পোশাক বিদেশে রপ্তানি করে। প্রতিষ্ঠানটি সাম্প্রতিক হুন্ডি ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে অধিক মুনাফা নিশ্চিত করে। সরকার বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স বাতিল এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। রাফসান কোম্পানিটির অর্থ স্থানান্তরে অবৈধ পন্থা হিসেবে হুন্ডি ব্যবহার করায় সরকার তার লাইসেন্স বাতিল করেছে।

সরকারের অনুমতিবিহীন এক দেশে হতে অন্য দেশে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ আদান-প্রদানের ব্যবস্থার নাম হুন্ডি। হুন্ডির মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান ঘটলে সরকারের কাছে তা গোপন থাকে। এর ফলে সরকারের পক্ষে সঠিক জাতীয় আয় নির্ণয় করে বিনিময় হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই হুন্ডির ব্যবহার নিষিদ্ধ যা মানি লন্ডারিং আইনে শাস্তি যোগ্য অপরাধ। উদ্দীপকের রাফসান কোম্পানি এরূপ নিষিদ্ধ হুন্ডি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকায় সরকার প্রতিষ্ঠানটির লাইসেন্স বাতিল করেছে। দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় এ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২২ পৃথিবীর সব কাজই সুন্দর, সুষ্ঠু এবং নির্ভেজালভাবে সম্পাদনের জন্য আইনের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্থিক বাজার সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আইন তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক কাজ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানও যেমন ভিন্ন তেমনি তাদের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও বিভিন্ন রকমের। আইন থাকার কারণে এসব প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে তাদের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে। নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সর্বোপরি একটি দক্ষ এবং প্রতিষ্ঠিত আর্থিক বাজারের জন্য আইন প্রণয়ন একান্ড় জরুরি।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. কলমানি বাজার কী? ১

খ. "মানি লন্ডারিং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ" ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণে যে আইনের বিষয় আলোচিত হয়েছে তা প্রণয়নের ধাপগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্থিতিশীল আর্থিক বাজারের বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্প সময়ের জন্য যে বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করা যায়, তাকে কল মানি বাজার বলে।

খ অবৈধ বা বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্ড়র করাকে মানি লন্ডারিং বলে।

মানি লন্ডারিং-এর ফলে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ মানুষ গোপন করে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এতে দেশ ও দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই মানি লন্ডারিং 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ'।

গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল আইন প্রচলিত ও প্রযোজ্য তাদেরকে একত্রে আর্থিক আইন বলে।

আর্থিক বাজার পরিচালনায় অনেক আইন বিদ্যমান রয়েছে। একটি সুসংগঠিত কাঠামো অনুসরণ করে এ সকল আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

যে কোনো আইন প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রস্ড়াবনা তৈরি করতে হয়। যা থেকে সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয় ড্রাফট তৈরি করে তা আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। আইন মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত ড্রাফট মন্ত্রী পরিষদে। আর মন্ত্রী পরিষদ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করে যা পরবর্তীতে বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সংসদে পাশকৃত বিলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলে তা আইনে পরিণত হয় এবং গেজেট আকারে সরকারি অফিস থেকে প্রকাশ করা হয়। এভবেই আর্থিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্থিতিশীল আর্থিক বাজারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন আইনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সুষ্ট ও স্থিতিশীল আর্থিক বাজার অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা নিয়োজিত। বাংলাদেশে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় মোট চারটি সংস্থা নিয়োজিত। যথা- বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ ও আইডিআরএ। এ সকল প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু আর্থিক আইন দ্বারা পরিচালিত।

উদ্দীপকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে আর্থিক বাজার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন আইনের কথা বলা হয়েছে। এ সকল আইনের প্রয়োগ ও তদারকিতে আবার কিছু সংস্থা নিয়োজিত। দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত আর্থিক বাজার সৃষ্টিতে এসকল সংস্থা ও আইন উভয়ই অপরিহার্য ও একে অপরের পরিপূরক।

দক্ষ ও উপযুক্ত আইন না থাকলে, আর্থিক বাজারে বিভিন্ন পক্ষ তাদের স্বার্থ হাসিল করতে আসবে। নিয়ম বহির্ভূত সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করে নিজেরা লাভবান হবে। সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে আস্থা হারাবে। ফলে আর্থিক খাত সংকটে পড়বে, বিনিয়োগ কমে যাবে। এ জন্য সরকার আইনের প্রচলন করে। আইন প্রচলন করাই যথেষ্ট নয়। আইন প্রয়োগ হচ্ছে তা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এ লক্ষ্যে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক, পুঁজি বাজারে বিএসইসি, বিমা খাতে আইডিআরএ, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিদানে ক্ষুদ্র ঋণ কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত। এ সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ, দুর্বলতা ও তদারকি করে। ফলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তাই আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি যথাযথ আইনেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৩ মি. আরিফ ১০ জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ামের বিপরীতে কোনো সম্পদের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। এভাবে ঝুঁকি নিরসন করে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা রয়েছে। *[কুমিল-া মডেল কলেজ]*

ক. IPO কী? ১

খ. মানি লন্ডারিং আইনটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মি. আরিফের প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের কোন আইন প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক বাজারের কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাথমিক বাজারে শেয়ার লেনদেনকে সংক্ষেপে IPO বা Initial Public Offerings বলে।

খ মানি লন্ডারি অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্মিত আইন হলো মানি লন্ডারিং আইন।

বাংলাদেশে ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং আইন প্রচলিত। এ আইন অনুসারে বৈধভাবে অবৈধ পথে স্থানান্ড়রের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও তাকে সহায়তাকারী মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত। প্রচলিত আইন অনুযায়ী, অপরাধের মাত্রা ও ধরন বিবেচনায় আদালত অপরাধীকে আর্থিক জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মি. আরিফের প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের বিমা আইন-২০১০ প্রযোজ্য।

বিমা কোম্পানি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতার ঝুঁকির বিপরীতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। চুক্তিতে উলি-খিত কোনো কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি প্রিমিয়ামের বিপরীতে ক্ষতিগ্রস্ড় পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেয়। বাংলাদেশ বিমা আইন-২০১০ সালের।

উদ্দীপকে মি. আরিফ ১০ জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি প্রিমিয়ামের বিপরীতে কোনো সম্পদের ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ করে থাকে। বিমা কোম্পানি প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ করে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। উদ্দীপকের কোম্পানিটি একই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে এটি বিমা কোম্পানি। এদেশে বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় ২০১০ সালের আইন অনুসারে। তাই উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বিমা কোম্পানি এবং ২০১০ সালের বিমা আইন দ্বারা পরিচালিত।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' গুরুত্বপূর্ণ।

বিমা হলো আর্থিক ঝুঁকির বিপক্ষে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। বিমাগ্রহীতার জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করে দেয়।

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ হিসেবে 'বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' নিয়োজিত।

উদ্দীপকে মি. আরিফ ১০ জন বন্ধুকে নিয়ে বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক বাজারের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' রয়েছে।

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধায়ন, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ঠিক কর্তৃপক্ষ হচ্ছে 'বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ'। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কার্যরত সকল বিমা কোম্পানির কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে গ্রাহকের স্বার্থরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো কোম্পানি অর্থনৈতিকভাবে বেশি প্রিমিয়াম চার্জ করলে কিংবা যৌক্তিক কারণে ক্ষতি হওয়ার পরও ক্ষতি পূরণ না করলে, এ কর্তৃপক্ষ ঐ কোম্পানির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়। প্রয়োজনে লাইসেন্স বাতিল ও আর্থিক শাস্তি প্রদান করতে পারে। এভাবে গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶২৪ মি. মোরশেদ মনে করেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন বাজারের ভূমিকা রয়েছে। তিনি LPL কোম্পানির শেয়ার নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীতে শেয়ারটি এমন বাজারে বিক্রয় করেন, যেখানে শেয়ারের মূল্য সূচক ব্যবহার হয়। *[ফেনী সরকারি কলেজ]*

ক. পুনঃক্রয় চুক্তি কী? ১

খ. ক্ষুদ্র ঋণ কর্তৃপক্ষ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মি. মোরশেদ কোন বাজারে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করেন। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বাজারে শেয়ারের মূল্য সূচক ব্যবহার হচ্ছে তা বৃদ্ধি পেলে শেয়ার বাজারের কী ইঙ্গিত বহন করে? বিশে-ষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট সময় পর বিক্রি করা সিকিউরিটিজ পুনরায় কেনা হবে এমন শর্তে সিকিউরিটিজ বিক্রি করাকে পুনঃক্রয় চুক্তি বলে।

খ ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ' ক্ষুদ্রঋণ দানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান।

২০০৬ সালে সরকারি মালিকানায় 'ক্ষুদ্রঋণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ফলে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি অর্থায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বেকারত্ব লাঘবে কার্যকর।

গ উদ্দীপকে মি. মোরশেদ প্রাথমিক বাজারে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করেন।

মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানি প্রথমবারের মত যে বাজারে সরাসরি জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে, তাকে প্রাথমিক বাজার বলে।

উদ্দীপকে মি. মোরশেদ মনে করেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন বাজারের ভূমিকা রয়েছে। তিনি LPL কোম্পানির শেয়ার নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন। কোম্পানি প্রাথমিক বাজারে সরাসরি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে কোম্পানি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়। আগ্রহী বিনিয়োগকারী শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন। বিলিযোগ্য শেয়ার সংখ্যা আবেদনের চেয়ে কম হলে লটারির মাধ্যমে কোম্পানি আবেদনকারীদের শেয়ার বণ্টন করে। অন্যথায় সকল আবেদনকারীকে শেয়ার বণ্টন করা হয়। উদ্দীপকে মি. মোরশেদ LPL কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত মূল্যে আবেদন করেছেন। যা প্রমাণ করে, তিনি প্রাথমিক বাজারে শেয়ার ক্রয়ের আবেদন করেন।

ঘ উদ্দীপকে মাধ্যমিক বাজারে শেয়ার মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেলে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পাবে বলে ইঙ্গিত করা হয়। সূচক হলো এক প্রকার ভার আরোপিত গড়। শেয়ার বাজারের গতি বিধি বোঝার জন্য সূচক ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেলে, সূচক বৃদ্ধি পায়। আর দাম কমলে সূচক হ্রাস পায়।

উদ্দীপকে মি. মোরশেদ প্রাথমিক বাজারে LPL কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনি শেয়ারটি এমন বাজারে বিক্রয় করেন, যেখানে মূল্য সূচক ব্যবহৃত হয়। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি মাধ্যমিক বাজারে শেয়ার ব্যবহৃত হয় না, মাধ্যমিক বাজারে ব্যবহৃত হয়।

শেয়ার বাজার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনো কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায় আবার কোনো কোম্পানির শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় শেয়ার বাজারের গতি ধারা বোঝা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য যথেষ্ট কষ্টকর। এ জন্য সূচক ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে বাজারে গড় শেয়ার মূল্য ওঠানামা বা পরিবর্তন বোঝা যায়। অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে গেলে মূল্য সূচক কমে যায়। আবার অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে গেলে সূচকও বেড়ে যায়। উদ্দীপকে যেহেতু সূচক বেড়েছে সেহেতু বাজারে গড় শেয়ারের দামও বেড়েছে। এটি শেয়ার বাজারের ইতিবাচক লক্ষণ।

প্রশ্ন ▶২৫ বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে বড় দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ বাজারে সাধারণ শেয়ার, বন্ড এবং ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয় প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব। এ ধরনের বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষ রয়েছে। *[মেরিন একাডেমী কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. প্রাথমিক বাজার কী? ১

খ. মানি লন্ডারিং বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের আর্থিক বাজারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা নিরসনে বাংলাদেশের কোন কর্তৃপক্ষ ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে কোম্পানি প্রথমবারের মতো বিনিয়োগকারীদের কাছে সরাসরি শেয়ার বিক্রি করে তাকে প্রাথমিক বাজার বলে।

খ অবৈধভাবে কিংবা বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্তর করাকে মানি লন্ডারিং বলে।

অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদের উৎস মানুষ শাস্তির ভয়ে গোপন করতে চায়। আবার, বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদের কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যেও গোপন করে। এ কাজে অপরাধী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে যেন তদন্তকারী অর্থের উৎস ও অবস্থান খুঁজে না পায়। পে-সমেন্ট, লেয়ারিং, ইন্টিগ্রেশন হলো এ ধরনের কৌশল। মানি লন্ডারিং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

গ উদ্দীপকে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি বাজারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ লেনদেনের বাজার হলো পুঁজিবাজার। স্থায়ী মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানি এ বাজারে সিকিউরিটিজ বিক্রয় করে। এ বাজারের দু'টি উপাদান। যথা: প্রাথমিক বাজার ও মাধ্যমিক বাজার।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের আর্থিক বাজারের বড় দু'টি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ বাজারে শেয়ার, বন্ড এবং ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্র– এগুলো দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সম্পদ। আর দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বাজার হিসেবে এসকল সম্পদ পুঁজিবাজারে তা প্রাথমিক পুঁজিবাজার। কোম্পানি ব্যতীত বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে লেনদেন করে মাধ্যমিক পুঁজি বাজারে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের দু'টি মাধ্যমিক বাজার। উদ্দীপকে যে বাজারের কথা বলা হয়েছে সেখানে শেয়ার, বন্ড ও ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। তাই এটি একটি পুঁজিবাজার। আবার বাজারের সংখ্যা দু'টি উলে-খ না থাকায় তা মাধ্যমিক বাজার।

ঘ উদ্দীপকে শেয়ার মার্কেট বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে– এ সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) ভূমিকা পালন করে।

পুঁজিবাজার হলো দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ– শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার। সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু পুঁজিবাজার গঠনে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি হলো BSEC- Bangladesh Securities and Exchange Commission।

বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে বড় বড় দু'টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে শেয়ার, বন্ড এবং ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ হলো এ দু'টি প্রতিষ্ঠান। এ বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটি লেনদেন করা হয়। ১৯৯৬ ও ২০১০ সালে এ বাজারে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে। যা শেয়ার মার্কেট বিপর্যয় নামে পরিচিত।

বিএসইসি শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এ বাজারে বিনিয়োগকারীরা নিজেদের তারল্য ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে লেনদেন করেন। ব্রোকার, ডিলার, জবার, ফটকা কারবারি, বিনিয়োগ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ হাউজসহ বিভিন্ন পক্ষ এ বাজারে জড়িত। এরা কৃত্রিম সংকট, ওভার ট্রেডিং, আরবিটরেজ, ইসপিকুলেশনসহ বিভিন্ন কৌশলে নিয়মবহির্ভূত মুনাফা অর্জনে জড়িত। এসকল অনৈতিক কার্যক্রম শেয়ারবাজারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্ষতিকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক বিনিয়োগকারী এরূপ বিপর্যয়ে তাদের মূলধন হারিয়েছে। এ জন্য BSEC-এ বাজার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ ও আইন প্রণয়ন করে। নিয়ম ভঙ্গকারীদের উপর্যুক্ত শাস্তি প্রদান ও তালিকাচ্যুতি করে। এভাবে শেয়ার মার্কেট বিপর্যয়ে BSEC ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶২৬ জনাব মাহমুদ অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ দিয়ে তার নামে একটি জমি ক্রয় করেন এবং পরবর্তীকালে তা তার স্ত্রীর নামে স্থানান্তর করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন জানতে পেরে জনাব মাহমুদ এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করে। *[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]*

ক. কল মানি রেট কী? ১

খ. মাধ্যমিক বাজার কেন প্রয়োজন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব মাহমুদ যে প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি করেছেন তা আইনের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব মাহমুদ এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে করা মামলায় শাস্তি কী হতে পারে? তোমার মতামত দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খুবই স্বল্প সময়ের জন্য ব্যাংকগুলো নিজেদের মাঝে যে সুদের হারে ঋণের আদান-প্রদান করে, তাকে কল মানি রেট বলে।

খ প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত সিকিউরিটিগুলোর তারল্য বজায় রাখতে মাধ্যমিক বাজার প্রয়োজন।

প্রাথমিক বাজারে কোম্পানি সরাসরি জনগনের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে। বিনিয়োগকারী প্রাথমিক বাজার থেকে ক্রয়কৃত শেয়ার যে কোন সময় বিক্রি করে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ পেতে চায়। কিন্তু প্রাথমিক বাজারে শেয়ার বিক্রেতা বিক্রীত শেয়ার পুনরায় ক্রয় করে না। এজন্য মাধ্যমিক বাজারের উৎপত্তি ঘটে। এ বাজারে বিনিয়োগকারী পূর্বে ক্রয়কৃত শেয়ার নগদ অর্থের প্রয়োজন মেটাতে অন্য বিনিয়োগকারীর নিকট বিক্রি করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত জনাব মাহমুদ 'মানিলন্ডারিং' প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি করেছেন।

অবৈধ বা বৈধ যে কোনোভাবে উপার্জিত সম্পদ বা নগদ অর্থ গোপন করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াকে মানিলন্ডারিং বলে।

উদ্দীপকে জনাব মাহমুদ অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ দিয়ে তার নামে জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে জমিটি তার স্ত্রীর নামে স্থানান্তর করেন। এক্ষেত্রে জনাব মাহমুদের অর্থ অর্জনের প্রক্রিয়াটি অবৈধ। এটি মানিলন্ডারিং এর প্রথম ধাপ 'পে-সমেন্ট'। পরবর্তীতে তার অবৈধ অর্থের উৎস গোপন করতে তিনি জমিটি তার স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করেন। এটি মানিলন্ডারিং এর দ্বিতীয় ধাপ, 'লেয়ারিং এর প্রতিচ্ছবি' তাই বলা যায়, জনাব মাহমুদ উদ্দীপকে মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব মাহমুদ এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে করা মামলায় শাস্তি স্বরূপ অর্থ ও কারাদণ্ড উভয়ই হতে পারে।

মানুষ অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করতে চায়। যাতে তদন্ত কর্তৃপক্ষ উৎস শনাক্ত করতে না পারে। এ জন্য তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়; যথা পে-সমেন্ট, লেয়ারিং, ও ইন্টিগ্রেশন।

উদ্দীপকে জনাব মাহমুদ অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ দিয়ে তার নামে একটি জমি ক্রয় করে। পরবর্তীতে জমিটি তার স্ত্রীর নামে স্থানান্তর করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) জানতে পেরে জনাব মাহমুদ এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। মানি লন্ডারিং এ জনাব মাহমুদ ও তার স্ত্রীর আর্থিক ও শারিরীক শাস্তি হতে পারে। এ আইনে মানিলন্ডারিং এর সাথে জড়িত ব্যক্তি ও তাকে সহায়তাকারী ব্যক্তিবর্গ উভয়ই সমগ্রভাবে অপরাধী। অপরাধের মাত্রা ও ধরন এ বিবেচনায় তাদের বিরুদ্ধে দুধরনের শাস্তি হতে পারে।

প্রথমটি হলো অন্যূনতম ৪ বছর এবং অনাধিক ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। দ্বিতীয়তটি হলো দ্বিগুণ মূলধন সমপরিমাণ বা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেটি অধিক তা জরিমানা হিসেবে প্রদান। যেহেতু জনাব মাহমুদ ও তার স্ত্রী মানিলন্ডারিং অপরাধে জড়িত। তাই তাদের এই ধরনের শাস্তি হতে পারে।

প্রশ্ন ▶২৭ স্টার কোম্পানি লি. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজনে আর্থিক বাজারে এক ধরনের দলিল ইস্যু করে। দলিলটির মেয়াদ ১২ বছর ও নির্দিষ্ট লভ্যাংশের হারও উলে-খ আছে। বাজারে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম থাকায় ইস্যুকৃত সব দলিল যথাসময়ে বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর]*

ক. বাহ্যিক অর্থায়ন কী? ১

খ. সম্পদ সর্বাধিকরণ কেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের আর্থিক দলিল ইস্যু করেছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্তটি কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মেয়াদের ভিত্তিতে তোমার মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল ব্যতীত বাহ্যিক কোনো উৎস থেকে যে অর্থসংস্থান করা হয়, তাকে বাহ্যিক অর্থায়ন বলে।

খ অর্থের সময় মূল্য, নগদ প্রবাহ ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বলে সম্পদ সার্বাধিকরণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

শেয়ারের বাজার মূল্য বৃদ্ধি করণের সাথে জড়িত লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদ সর্বাধিকরণ। এটি বিনিয়োগের আন্তঃ ও বহিঃনগদ প্রবাহের সময় মূল্যকে বিবেচনা করে। এটি নিট মুনাফার পরিবর্তে নগদ প্রবাহকে বিবেচনা করে। এক্ষত্রে ঝুঁকি বিবেচনা পূর্বক নগদ প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে বাট্টাকরণ করা হয়। এ সকল বৈশিষ্ট্য সম্পদ সর্বাধিকরণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় বলে তা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠানটি পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করেছিল।

অগ্রাধিকার শেয়ার হলো দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের হাতিয়ার। বৃহৎ নামকরা প্রতিষ্ঠান বাজারে এটি ইস্যু (বিক্রয়) করে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করে।

উদ্দীপকে স্টার কোম্পানি লি. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজনে আর্থিক বাজারে এক ধরনের দলিল ইস্যু করে। দলিলটির মেয়াদ ১২ বছর ও নির্দিষ্ট লভ্যাংশের হারও উলে-খ আছে। কোম্পানি অগ্রাধিকারে শেয়ারের ওপর প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পরিশোধ করে থাকে। মেয়াদি ও মেয়াদহীন উভয় প্রকার

অগ্রাধিকারে শেয়ারই বাজারে দেখা যায়। মেয়াদি হলে নির্দিষ্ট সময় পর কোম্পানি এ শেয়ার বাজার থেকে উঠিয়ে নিতে পারে। আর মেয়াদহীন হলে কোম্পানি বছরের পর বছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে স্টার কোম্পানি যে দলিলটি ইস্যু করেছে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ ও নির্দিষ্ট লভ্যাংশ হার উলে-খ আছে। াতই এটি একটি পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার।

ঘ উদ্দীপকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ড়টি কোম্পানির ব্যবসায়ি কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মেয়াদের ভিত্তিতে উলে-খ করা হলো।
১ বছরের চেয়ে অধিক সময় ব্যবহারের জন্য যে সম্পত্তি ক্রয় করা হয়, তা হলো স্থায়ী সম্পত্তি। আর ১ বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থসংস্থান করা হয়, তা হলো দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন। উপযুক্ততার নীতি অনুসারে, স্থায়ী সম্পত্তির জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে অর্থায়ন করা যুক্তিযুক্ত।
উদ্দীপকে স্টার কোম্পানি লি. স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজনে আর্থিক বাজারে এক ধরনের দলিল ইস্যু করে। যার মেয়াদ ১২ বছর। এতে নির্দিষ্ট লভ্যাংশের হার উলে-খ রয়েছে। এটি মূলত পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার, যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম উৎস।
স্থায়ী সম্পত্তির মেয়াদ সাধারণত দীর্ঘকালীন হয়। সম্পত্তির আয়ুষ্কাল পর্যন্ড় এ ধরনের সম্পত্তি থেকে নগদ প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ নগদ প্রবাহ থেকে গৃহীত ঋনের সুদ ও আসল পরিশোধ করা হয়। তাই স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে এখন মেয়াদি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত, যার মেয়াদ ক্রয়কৃত সম্পত্তির আয়ুষ্কালের সমান। এতে সম্পত্তির নগদ প্রবাহ দ্বারা সহজেই ঋণ পরিশোধ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না। তাই উদ্দীপকে স্টার কোম্পানি স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে যথাযথ সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মি. সুমন বাংলাদেশের বড় শিল্প পণ্য রপ্তনিকারক। তিনি আমদানিকারকদের নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ইত্যাদি পেয়ে থাকে। এগুলো বিল হিসেবে মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করে তিনি আগাম অর্থ সংস্থান করেন। তিনি তার শিল্প সম্প্রসারণের জন্য বাজারে শেয়ার বিক্রয় করেন। বিশেষ ধরনের বন্ড বিক্রয়ের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাজারে এগুলোর যথেষ্ট চাহিদা থাকায় মূলধন সংগ্রহে মি. সুমনের কোনো সমস্যা হবে না।
[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা; ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]

ক. বাংলাদেশে কত সালে মানি লন্ডারিং আইন চালু হয়েছে? ১
খ. কোম্পানির স্মারকলিপিকে কেন প্রধান দলিল বলা হয়? ২
গ. মি. সুমনের প্রাপ্ত বিলসমূহের ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের কোন আইন প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. মি. সুমনের মত ব্যবসায়ীদের মূলধন সংস্থানে উদ্দীপকের দুটি বাজারের মধ্যে কোন বাজারটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং আইন চালু রয়েছে।

খ স্মারকলিপি কোম্পানির উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি ও ক্ষমতা নির্দেশ করে বলে একে কোম্পানির মূল দলিল বলা হয়।
স্মারকলিপি হলো কোম্পানির গঠনতন্ত্র। এর মাধ্যমে কোম্পানির গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, অবস্থান নির্দেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে উলি-খিত কাজের বাইরে কোনো কাজ কোম্পানি করতে পারে না। প্রয়োজনীয় মূলধন, মূলধনের শ্রেণি বিন্যাস ও দায় সম্পর্কিত বিষয়গুলিও এ দলিলে উলে-খ থাকে। এজন্য এটি কোম্পানির মূল দলিল নামে পরিচিত।

গ মি. সুমনের প্রাপ্ত বিলসমূহের ক্ষেত্রে আর্থিক বাজারের হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ প্রযোজ্য।
আর্থিক দেনা-পাওনা নিস্পত্তিতে নগদ অর্থের পরিবর্তে চেক বিনিময় বিল, অঙ্গীকার পত্রের ব্যবহার হলো হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋণের দলিল। এ সকল দলিলের যথাযথ প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন, নামে একটি আইন রয়েছে।
উদ্দীপকে মি. সুমন বাংলাদেশের একজন শিল্প পণ্য রপ্তানিকারক। তিনি আমদানিকারকের নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল পেয়ে থাকেন। যেগুলো মুদ্রা বাজারে বিক্রি করে আগাম অর্থ সংস্থান করে থাকে। এভাবে প্রাপ্ত দলিলগুলো হস্ড়ান্ড়রযোগ্য ঋনের দলিল। এগুলোর মাধ্যমে দেনাদার মূল্য পরিশোধে পাওনাদারকে লিখিত নিশ্চয়তা প্রদান করে। পাওনাদার অগ্রিম অর্থ সংগ্রহে এসকল দলিল মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করতে পারেন। সরকার এ সকল হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিলের উপযুক্ত ব্যবহার ও নিস্পত্তিতে 'হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন' প্রচলন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে মি. সুমনের মতো ব্যবসায়ীদের মূলধন সংস্থানে মুদ্রা ও পুঁজি বাজারের মধ্যে পুঁজি বাজার মূখ্য ভূমিকা পালন করে।
স্বল্প মেয়াদি ঋণের দলিল হিসেবে মুদ্রা বাজারে বিনিময় বিল, অঙ্গীকার পত্র, বাণিজ্যিকপত্র, ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অপর দিকে পুঁজি বাজারে দীর্ঘ মেয়াদি হাতিয়ার হিসেবে শেয়ার বন্ড ক্রয়-বিক্রিয় করা হয়।
উদ্দীপকে রপ্তানিকারক মি. সুমন আমদানিকারকের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিনিময় বিল, অঙ্গীকারপত্র বিক্রয় করে মুদ্রা বাজার হতে মূলধন সংগ্রহ করেছেন। ব্যবসায় সম্প্রারণের লক্ষ্যে পুঁজি বাজারে শেয়ার, বন্ড, বিক্রি করার চিন্ড়া ভাবনা করছেন।
মুদ্রা বাজার স্বল্পমেয়াদি মূলধনের চাহিদা পূরণ করে থাকে। যা ব্যবসায়ের চলতি মূলধন সংগ্রহে কার্যকরী। পক্ষান্ড়রে, দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসায়ের সম্প্রসারণে পুঁজি বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি মূলধন স্থায়ী সম্পদ সংগ্রহে ব্যবহার করা হয় বলে এটি চলতি মূলধনের চেয়ে পরিমাণে বেশি ও দীর্ঘ সময়ের জন্য সংগ্রহ করা হয়। এরূপ দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থান ব্যববসায়ের আকার বৃদ্ধি করে মুনাফা অর্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তাই ব্যবসায়ীদের মূলধন সংস্থানে মুদ্রা বাজারের চেয়ে পুঁজি বাজার মুখ্য ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ব্যাংক ছাড়াও বাংলাদেশে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে এক ধরনের প্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে কিন্তু চেক বই প্রদান করে না। এরা ঋণ দেয়, লিজিং ব্যবসায় করে। ব্যাংকও এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি মালিকাধীন একটা বড় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। এরূপ নিয়ন্ত্রণে এই প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। *[সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]*

ক. স্মারকলিপি কী? ১
খ. ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রে সংরক্ষিত নগদ তহবিল কেন রাখা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে প্রথমত কোন ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উলে-খ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নিয়ন্ত্রণকারী বলতে উদ্দীপকে যেই প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে তাকে এ ধরনের ক্ষমতা দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত মূল্যায়ন করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্মারকলিপি হলো কোম্পানির গঠনতন্ত্র বা মূল দলিল।

খ চাহিবামাত্র আমানতকারীর অর্থ ফেরত প্রদান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক বাধ্যতামূলক সংরক্ষিত নগদ তহবিল রাখে।
ব্যাংক ব্যবসায় আমানতকারীর আমানতি অর্থের ওপর নির্ভরশীল। আমানত থেকে ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি করে। এ আমানতি অর্থ গ্রাহক চাহিবামাত্র ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য থাকে। ব্যাংক এ কাজে ব্যর্থ হলে গ্রাহকের আস্থা হারায়। যা আমানত হ্রাস করে ঋণ দান বাধাগ্রস্থ করে। তাই ব্যাংক আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ করে যাতে গ্রাহকের নির্দেশ মতে টাকা ফেরত দিতে পারে।

গ উদ্দীপকে প্রথমত নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উলে-খ করা হয়েছে।

জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করলেও যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত আমানত চেকে উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে না, তাদেরকে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে।

ব্যাংক ছাড়াও বাংলাদেশে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে এক ধরনের প্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট থেকে আমনত গ্রহণ করে কিন্তু চেক বই প্রদান করে না। এরা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন কলকজা ভাড়া (লিজ) দেয়। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানে জড়িত বলে এসব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি আমানত গ্রহণ করে। এসব চেকে উক্ত আমানত উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে না। উদ্দীপকে এরূপ প্রতিষ্ঠানের কথাই বলা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে।

ঘ নিয়ন্ত্রণকারী বলতে উদ্দীপকে 'বাংলাদেশ ব্যাংকের' কথা বলা হয়েছে এবং আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষায় এরূপ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়া খুবই যুক্তিযুক্ত।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বাংলাদেশ ব্যাংক।

উদ্দীপকে বর্ণিত নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও লিজিং ব্যবসায়ে জড়িত। ব্যাংক ও এসকল নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারি মালিকানাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় কম ঋণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ করে। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঋণ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে। এজন্য দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই উদ্দীপকে ব্যাংক ও নন-ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদত্ত ক্ষমতা অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶৩০ আর্থিক সচ্ছলতা আসার পর জনাব সাকিব পরিবারসহ সিঙ্গাপুরে যাবার সিদ্ধান্ড় নিলেন। অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্ড়র বা সম্পদ অর্জন সম্পর্কে তার ধারণা না থাকায় এক বন্ধুর অনুরোধে গোপনে ৪০,০০০ মার্কিন ডলার সিঙ্গাপুরের একজনের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নেন। কিন্তু তিনি এ অর্থের উৎস বা মালিকানা সম্পর্কে অবগত নন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. মানি লন্ডারিং কী? ১

খ. মানি লন্ডারিং আইন বলতে কী বোঝ? ২

গ. এরূপ মানি লন্ডারিং করায় তার কি রকম শাস্ড়ি হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মানি লন্ডারিং শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে জড়িত বিভিন্ন রকম আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সংস্থার দায়-দায়িত্ব কী হওয়া উচিত? স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অবৈধভাবে বা বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ অবৈধভাবে স্থানান্ড়রের প্রচেষ্টাকে মানি লন্ডারিং বলে।

খ মানি লন্ডারি অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্মিত আইন হলো মানি লন্ডারিং আইন।

বাংলাদেশে ২০০২ সালের মানি লন্ডারিং আইন প্রচলিত। এ আইন অনুসারে বৈধভাবে অবৈধ পথে স্থানান্ড়রের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও তাকে সহায়তাকারী মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত। প্রচলিত আইন অনুযায়ী, অপরাধের মাত্রা ও ধরন বিবেচনায় আদালত অপরাধীকে আর্থিক জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে জনাব সাকিবের ৮০,০০০ ডলার অর্থদন্ড বা ৪ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদন্ড বা উভয়ই দন্ডের শাস্ড়ি হতে পারে।

মানি লন্ডারিং অপরাধীদের শাস্ড়ি প্রদান করা অপরিহার্য। এ জন্য আইনে বিভিন্ন প্রকার শাস্ড়ির কথা উলে-খ রয়েছে। এতে শাস্ড়ির ভয়ে অপরাধী অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

উদ্দীপকে আর্থিক সচ্ছলতা আসার পর জনাব সাকিব পরিবারসহ সিঙ্গাপুরে যাবার সিদ্ধান্ড় নেন। অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্ড়র বা সম্পদ অর্জন সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। বন্ধুর অনুরোধে তিনি সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পথে ৪০,০০০ মার্কিন ডলার বহন করেন। যা সিঙ্গাপুরে অন্য এক ব্যক্তিকে পৌছে দিবেন। মানি লন্ডারিং আইন অনুসারে অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পত্তির মালিকের সাথে সাথে উপার্জিত অর্থ স্থানান্ড়রে সহায়তারকারী অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। এ দৃষ্টিতে উদ্দীপকের জনাব সাকিব মানি লন্ডারিং অপরাধে জড়িত। কারণ তিনি অবৈধভাবে অর্থ স্থানান্ড়রে তার বন্ধুকে সহায়তা করেছে। যার শাস্ড়ি সর্বনিম্ন ৪ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১২ বছর কারাদন্ড বা স্থানান্ড়রিত অর্থের দ্বিগুণ ৮০,০০০ মার্কিন ডলার জরিমান অথবা উভয় প্রকার শাস্ড়ি হতে পারে।

সহায়ক তথ্য

সর্বশেষ সংশোধিত মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ অনুযায়ী মানি লন্ডারিং-এর শাস্ড়ি '৬ মাস থেকে ৭ বছর' এ পরিবর্তে '৪ থেকে ১২ বছর' করা হয়েছে।

ঘ মানি লন্ডারিং শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে জড়িত প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ ব্যাংক ও দায়রা আদালত।

মানি লন্ডারিং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। সরকার মানি লন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে আইন প্রচলন করেছে। এ আইন বাস্ড়বায়নের দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংক ও আদালতের হাতে ন্যস্ড়।

উদ্দীপকে আর্থিক সচ্ছলতা আসার পর জনাব সাকিব পরিবারসহ সিঙ্গাপুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করেন। তিনি সিঙ্গাপুরে যাওয়ার সময় গোপনে ৪০,০০০ মার্কিন ডলার সিঙ্গাপুরে এক ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধুর কাজ গ্রহণ করেন। তার কাজটি মানি লন্ডারিং অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত।

সকল দায়রা আদালত মানি লন্ডারিং আদালত বলে গণ্য। মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় সকল মামলার নিষ্পত্তি করে দায়রা আদালতের জর্জ। এছাড়া মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্ড়করণ, অপরাধকরণাদেশ, ক্রোকাদেশ, অর্থদন্ড ও ক্ষতিপূরণ আদেশ করে থাকে এ আদালত। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক অপরাধী শনাক্তকরণে আদালতে মামলা করার এখতিয়ার রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত আদালত কোন মামলা গ্রহণ করে না। এভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক মানি লন্ডারিং অপরাধ শনাক্তকরণে কাজ করে আর আদালত শনাক্তকৃত অপরাধ প্রতিরোধে শাস্ড়ি প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶৩১ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণপত্র পড়ে মি. প্রশান্ড় 'xyz' কোম্পানির ১০০ টাকা দরের ৫,০০০ শেয়ার ক্রয় করেন। তবে সে তার কাছে থাকা কিছু পুরাতন শেয়ার বিক্রয় করেছেন। মি. প্রশান্ড়ের বন্ধু মি. সিমান্ড় বাজারের সকল নিয়মাবলী পালন করে মি. প্রশান্ড়ের বিক্রি করা শেয়ারগুলো ক্রয় করে। কিন্তু হঠাৎ করে বাজার বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয় এবং শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস নামলে মি. সিমান্ড় চরম দুশ্চিন্ড়ায় পড়ে যায়। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. মানি লন্ডারিং কী? ১

খ. BSEC কোন ধরনের সংস্থা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মি. প্রশান্ড় কোন বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. সিমান্ড়ের অনিশ্চয়তা দূরীকরণের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার করণীয় সম্পর্কে বিশে-ষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বৈধ বা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থের উৎস গোপন করতে অবৈধ পন্থায় তা স্থানান্ড়রের সাথে জড়িত কার্যক্রমকে মানি লন্ডারিং বলে।

খ BSEC (Bangladesh Securities and Exchange Commision) বাংলাদেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।

BSEC বাংলাদেশের দুইটি স্টক একচেঞ্জের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) যে কোনো ধরনের নিয়ম বহির্ভূত লেনদেন ও জালিয়াতি বন্ধে ভূমিকা রাখে। প্রয়োজনে বিভিন্ন কোম্পানির বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এটি শেয়ার সিকিউরিটি সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে। সর্বোপরি, BSEC শেয়ার বাজারগুলোকে আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে।

গ মি. প্রশান্ত প্রাথমিক বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করেছেন। যে বাজারে কোম্পানি প্রথমবারের মত সরাসরি বিনিয়োগকারীদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করে, তাকে প্রাথমিক (Primary) বাজার বলে।
উদ্দীপকে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণপত্র পড়ে মি. প্রশান্ত 'xyz' কোম্পানির ১০০ টাকা দরে ৫,০০০ শেয়ার ক্রয় করেন। কোম্পানি প্রাথমিক বাজারে সরাসরি বিনিয়োগকারীর নিকট শেয়ার বিক্রয় করে। বিনিয়োগপত্রের মাধ্যমে কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রক্রিয়া IPO (Inition Public Offening) নামে পরিচিত।
উদ্দীপকে মি. প্রশান্ত দৈনিক প্রথম আলোর বিনিয়োগপত্রের মাধ্যমে 'xyz' কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ পান এবং কোম্পানির নিকট থেকে সরাসরি শেয়ার ক্রয় করেন। তাই বলা যায়, তিনি প্রাথমিক বাজার থেকে শেয়ার ক্রয় করেছেন।

ঘ মি. সিমান্তের অনিশ্চয়তা দূরীকরণে পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অর্থাৎ BSEC এ এর কিছু দায়িত্ব রয়েছে।
যে বাজারে বিনিয়োগকারীগণ নিজেদের মাঝে শেয়ার কেনা-বেচা করেন, তাকে মাধ্যমিক বাজার বলে। প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত সিকিউরিটির তারল্য নিশ্চিত করতে মাধ্যমিক বাজারের সৃষ্টি।
উদ্দীপকে মি. প্রশান্ত 'xyz' কোম্পানির কাছ থেকে প্রাথমিক বাজারে শেয়ার ক্রয় করে। পক্ষান্তরে, পুরাতন শেয়ারগুলো মাধ্যমিক বাজারের সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে তার বন্ধু মি. সিমান্তের নিকট বিক্রয় করেন। হঠাৎ করে বাজারে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস নামে। এমতাবস্থায়, পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা BSEC এর হস্তক্ষেপ কাম্য।
শেয়ার বাজারে তিন ধরনের তদারকি মূলক কার্যাবলি চালায় BSEC। প্রথমত, মাধ্যমিক বাজার তথা ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয়, শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ক্রোকারে, ডিলারে, কোম্পানি) কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। তৃতীয়ত, নিয়ম বহির্ভূত এক কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ তদারকি করে। এ তিনটি ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও আইন লঙ্ঘন করলে বাজারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যা উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সমস্যা নিরসনে BSEC যথাযত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতপূর্বক শাস্তি প্রদান করতে পারে। যা শেয়ার বাজারের স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে।

প্রশ্ন ▶৩২ জনাব কে কে ওয়াই ব্যবসায় করে অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। তিনি সরকারের অনুমোদন ছাড়াই অস্ট্রেলিয়ায় ১০,০০,০০০ টাকা প্রেরণ করেছেন। পরে তিনি আর্থিক সংকটে পড়ে সোনালী ব্যাংকের নিকট যান। কিন্তু সোনালী ব্যাংক তাকে ঋণ সংহায়তা থেকে বিরত থাকে। *[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]*

ক. অর্থ বাজার কী? ১
খ. নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সরকারের অনুমোদন ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় অর্থ প্রেরণের ফলে কে কে ওয়াই কোন আইন লঙ্ঘন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব কে কে ওয়াই কী বিধি সম্মতভাবে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার অধিকারী? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে এক বছর বা তার কম মেয়াদি সিকিউরিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে অর্থ বাজার বলে।

খ যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি আমানত গ্রহণ করে কিন্তু উক্ত আমানত চেক উত্তোলনের সুযোগ দেয় না, তাদেরকে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে।
সাধারণ ব্যাংকের মত জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে নন-ব্যাংক তবে তা দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান আমানত থেকে দীর্ঘমেয়াদি খাতে ঋণদান ও লিজিং ব্যবস্থায় জড়িত নিয়োজিত থাকে। এ জন্য আমানতকারীদের চেকে টাকা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে না। মেয়াদ শেষে সুদসহ একত্রে আমানত পরিশোধ করে।

গ সরকারের অনুমোদন ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় অর্থ প্রেরণের ফলে কে কে ওয়াই 'মানিলন্ডারিং' আইন লঙ্ঘন করেছে।
অবৈধ বা বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ গোপন করার বা কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যদেশে স্থানান্তরের প্রচেষ্টাকে মানিলন্ডারিং বলে। উদ্দীপকে জনাব কে কে ওয়াই ব্যাখ্যায় করে অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। তিনি সরকারের অনুমোদন ছাড়াই অস্ট্রেলিয়ায় ১০,০০,০০০ টাকা প্রেরণ করেছেন। এখানে, কে কে ওয়াই বৈধ পন্থায় অর্থের মালিক হয়েছেন। কিন্তু অবৈধ পন্থায় অস্ট্রেলিয়া অর্থ প্রেরণ করেছেন এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হতে পারে কর ফাঁকি দেওয়া। যা আইনত মানিলন্ডারিং অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, বৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করলেও অবৈধ পন্থায় টাকা স্থানান্তর করায় কে কে ওয়াই 'মানিলন্ডারিং' আইন লঙ্ঘন করেছে।

ঘ জনাব কে কে ওয়াই বিধি-সম্মতভাবে ব্যাংক ঋণ পাওয়ার অধিকারী নয়।
মানিলন্ডারিং অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির সকল স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তি আদালত ক্রোক (হস্তান্তর নিষেধ) করার ক্ষমতা রাখে। যা মানি লন্ডারিং করা ব্যক্তির পাওনাদারদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
উদ্দীপকে কে কে ওয়াই ১০,০০,০০০ টাকা অবৈধ পন্থায় অস্ট্রেলিয়া প্রেরণ করে মানি লন্ডারিং অপরাধ করেছে। পরবর্তীতে আর্থিক সংকটে পড়লে সোনালী ব্যাংকের নিকট ঋণ আবেদন করে। ব্যাংক তাকে আর্থিক সংহায়তা প্রদান থেকে বিরত থাকে।
আদালতের ক্রোকাদেশ প্রদান করা স্বাপেক্ষে মানিলন্ডারিং এ অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে অপরাধী তার সম্পত্তির অধিকার হারানোর সম্ভাবনা থাকে। উদ্দীপকে কে কে ওয়াই মানিলন্ডারিং অপরাধে অভিযুক্ত। ফলে তার সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় সোনালী ব্যাংক তাকে ঋণ প্রদান থেকে বিরত থাকে। যা যথার্থ হয়েছে। কারণ গৃহীত ঋণ পরিশোধে তার ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সে আইনগতভাবে ঋণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

প্রশ্ন ▶৩৩ আমাদের অর্থনীতিতে দুই শ্রেণির অর্থনৈতিক এককের উপস্থিতি রয়েছে। এরা হলো উদ্বৃত্ত একক এবং ঘাটতি একক। উদ্বৃত্ত একক সবসময় তাদের তহবিল বিনিয়োগের সুযোগ খোঁজে। কারণ এর মাধ্যমে তারা আয় করতে পারবে। অপরদিকে ঘাটতি একক সবসময় টাকা ধার করার জন্য প্রস্তুত থাকে। কারণ ধার করা অর্থ ব্যবহার করে তা ব্যবসা-বাণিজ্য করে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। এই ঋণ প্রদান বা গ্রহণ বা আর্থিক সম্পদ বেচাকেনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে হতে পারে বা একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমেও হতে পারে। এই নির্দিষ্ট স্থান বা যোগাযোগ নেটওয়ার্কই হলো আর্থিক বাজার।
[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. আর্থিক বাজার কয় প্রকার ও কী কী? ১
খ. ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে মুদ্রাবাজারের ভূমিকা আলোচনা করো। ২
গ. শক্তিশালী আর্থিক বাজার গঠন এর উপাদানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে– আলোচনা করো। ৩
ঘ. মূলধন বাজার মুদ্রাবাজারের ওপর নির্ভরশীল তুমি কি এর সাথে একমত? কেন? ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আর্থিক বাজার দুই প্রকার: যথা: মুদ্রা বা অর্থবাজার ও মূলধন বা পুঁজিবাজার।

খ উন্নত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে মুদ্রা বাজার ভূমিকা রাখে।

মুদ্রা বাজারে ১ বছর বা তার চেয়ে কম মেয়াদি সিকিউরিটিজ লেনদেন করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন-লাইন নিলামের মাধ্যমে এ বাজারে ট্রেজারি বিল বিক্রয় করে। কোম্পানি বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয়ে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া আন্তঃব্যাংকি ঋণ হিসেবে রেপো মার্কেট (Repo Market) এ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজে ও কম সময়ে অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করা সম্ভব। এভাবে, মুদ্রা বাজারে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবার ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর গঠন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

গ শক্তিশালী আর্থিক বাজার গঠনে মুদ্রাবাজার ও পুঁজিবাজার উভয় উপাদানের ভূমিকা রয়েছে।

মুদ্রা বাজারে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। আর পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ ক্রয়-বিকয় করা হয়।

একটি দেশের অর্থনীতিতে দুই ধরনের একক থাকে। ঘাটতি একক ও উদ্বৃত্ত একক। এ দুই এককের যোগাযোগের মাধ্যম হলো আর্থিক বাজার। ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত উভয় এককের কাছে বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা ও যোগান ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদি হয়ে থাকে। যাদের কাছে স্বল্পমেয়াদের জন্য অর্থ পড়ে থাকে। তারা মুদ্রাবাজারে বিনিয়োগ করেন। আর দীর্ঘমেয়াদের জন্য অর্থ থাকলে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করেন। একইভাবে ঘাটতি একক স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নে মুদ্রাবাজার আর দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে পুঁজিবাজার ব্যবহার করে থাকে। তাই আর্থিক বাজার গঠনে উভয় উপাদানই সমানভাবে ভূমিকা রাখে। পুঁজিবাজার না থাকলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও অর্থায়ন বাধাগ্রস্ড় হতো। আর মুদ্রা বাজার না থাকলে স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ ও অর্থায়ন বাধাগ্রস্ড় হতো। এ থেকে বলা যায়, আর্থিক বাজার গঠনে উভয় উপাদান একে অপরের পরিপূরক।

ঘ 'মূলধন বাজার মুদ্রাবাজারের ওপর নির্ভরশীল'– আমি উক্তিটির সাথে একমত নই।

আর্থিক বাজার দু'ভাগে বিভক্ত। স্বল্পমেয়াদি বাজার ও দীর্ঘমেয়াদি বাজার। স্বল্পমেয়াদি বাজারকে মুদ্রাবাজার আর দীর্ঘমেয়াদি বাজারকে মূলধন বা পুঁজিবাজার বলে।

উদ্দীপকে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত এককের ভূমিকা ও কার্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। ঘাটতি একক ঋণ গ্রহণ করে আর উদ্বৃত্ত একক ঋণ প্রদান করে। উভয়ের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে তাদের মাঝে একটি নেটওয়ার্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক হচ্ছে আর্থিক বাজার।

মুদ্রাবাজারে যে সকল সিকিউরিটিজ বিক্রয় করা হয় তা হলো ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক পত্র ও ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র। স্বল্পমেয়াদের জন্য এসকল সিকিউরিটি ইস্যু করা হয় বলে এ বাজারে ঝুঁকি কম। ব্যবসায়ের চলতি মূলধন পূরণে ইস্যুকারী মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্ড়রে পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটিজ শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। দীর্ঘমেয়দি বলে এ বাজারে ঝুঁকি ও আয় বেশি হয়ে থাকে। ব্যবসায়ে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহে এ বাজার কার্যকর। মুদ্রাবাজার ও পুঁজিবাজার একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন। দুটি বাজারের নিয়ন্ত্রক, সংস্থাও আলাদা।

মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ না করেও যে কেউ পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে। একইভাবে পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ না করে যে কেউ মুদ্রা বাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই মূলধন বা পুঁজিবাজার মুদ্রা বাজারের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶৩৪ মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ড় নেয়। তারা মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণকারী ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠানটিতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা জানলো উক্ত প্রতিষ্ঠান দেশে নোট ইস্যু করা, রিজার্ভ সংরক্ষণ করা এবং সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ ও পরমার্শ দেয়। *[মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]*

ক. বিএসইসি কয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত? ১

খ. BSEC-কোন ধরনের সংস্থা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষার্থীরা আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণকারী কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কি মূল্যায়ন করা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিএসইসি পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত।

খ BSEC-বাংলাদেশ পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।

পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। শেয়ার, বন্ড, ঋণপত্র এ বাজারের অন্যতম হাতিয়ার। সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু পুঁজি বাজার গঠনের জন্য এ বাজারের সাথে জড়িত সকল পক্ষের কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট করা দরকার। যাতে এক পক্ষ দ্বারা অন্য পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় না হয়। এ লক্ষ্যে BSEC কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষার্থীরা আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান– বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন করেছে।

মুদ্রাবাজারে স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটিজ লেনদেন করা হয়। যাদের মেয়াদ ১ বছর বা তার চেয়ে কম। মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উদ্দীপকে মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা ২০১৬ সালে আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থায় শিক্ষা সফর করে। তারা মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণকারী ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠানটিতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারে প্রতিষ্ঠানটি নোট ও মুদ্রা ইস্যু, রিজার্ভ সংরক্ষণ, সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ ও পরামর্শ দেয়। মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে। তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকার ঋণ প্রদান করে। এছাড়া বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ করে। শিক্ষার্থীরা যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেটি একই কাজ করে। তাই বলা যায়, তারা মুদ্রাবাজারে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিদর্শন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। যা আর্থিক বাজারের অধীন মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

মুদ্রা বাজার ও পুঁজি বাজার– এ দুটি বাজারের সমষ্টি হলো আর্থিক বাজার। মুদ্রাবাজার স্বল্পমেয়াদি আর পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটিজ লেনদেনের নির্ধারিত স্থান।

উদ্দীপকে মধুপুর শহীদ স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা ২০১৬ সালে মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিদর্শন করে। প্রতিষ্ঠানটি নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে, তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকারকে ঋণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক বাজারের একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে তা হলো মুদ্রাবাজার। অন্যদিকে, আর্থিক বাজারের অপর অংশ হলো পুঁজি বাজার। এ বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। দুটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পুরো আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো একটির অনুপস্থিতি আর্থিক বাজারের পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণকে বাধাগ্রস্ড় করবে। তাই দুটি প্রতিষ্ঠানই আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান সংস্থা।

প্রশ্ন ▶৩৫ বেক্সিমকো কোম্পানি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করতে গিয়ে সাময়িক আর্থিক সমস্যায় পড়েন। এ জন্য কোম্পানিটি ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে। অপর দিকে স্কয়ার কোম্পানি ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য বাজারের শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে

প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। যদিও কোম্পানির ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের সুযোগ ছিল।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. বন্ড কী? ১

খ. মানি লন্ডারিং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বেক্সিমকো কোম্পানি কোন ধরনের আর্থিক বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্কয়ার কোম্পানি কর্তৃক আর্থিক বাজারের ধরন নির্বাচনের যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্ড হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি ঋণের দলিল যা বিক্রি করে কোনো কোম্পানি বা সরকার তহবিল সংগ্রহ করে।

খ অবৈধ বা বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ অবৈধভাবে স্থানান্ড়র করাকে মানি লন্ডারিং বলে।

মানি লন্ডারিং-এর ফলে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ মানুষ গোপন করে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এতে দেশ ও দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই মানি লন্ডারিং 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ।

গ উদ্দীপকের বেক্সিমকো কোম্পানি মুদ্রা বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে।

ব্যবসায়ের চলতি মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুদ্রা বাজারে ১ বছর বা তার কম মেয়াদি সিকিউরিটিজ কেনা-বেচা করা হয়।

উদ্দীপকে বেক্সিমকো কোম্পানি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করতে গিয়ে সাময়িক সমস্যায় পড়ে। এজন্য কোম্পানিটি জমাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটি হিসেবে ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক পত্র, জমাতিরিক্ত ঋণ, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি মুদ্রা বাজারে লেনদেন করা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চলতি মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে এটি করে থাকে। যা কর্মচারীদের বেতন, পন্য ক্রয়, পাওনাদারকে পরিশোধসহ দৈনন্দিন কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়ক। উদ্দীপকের বেক্সিমকো কোম্পানি কর্মচারীদের বেতন পরিশোধে ব্যয়াতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। এটি অর্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনায় মুদ্রা বাজারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত স্কয়ার কোম্পানি কর্তৃক আর্থিক বাজারের ধরন নির্বাচন যৌক্তিক।

দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি হিসেবে পুঁজি বাজারে শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

উদ্দীপকে স্কয়ার কোম্পানি তার ব্যবসায় সম্প্রাসরণের জন্য বাজারে শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। অর্থাৎ কোম্পানিটি পুঁজি বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে। স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকলেও শেয়ার বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করা কোম্পানির জন্য একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ড়।

ব্যবসায় সম্প্রারণের জন্য যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো, ভূমিসহ বেশ কিছু খাতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী বিনিয়োগ প্রয়োজন। এ বিনিয়োগ উঠে আসতে সময় ও দীর্ঘমেয়াদি হয়। এজন্য ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করা যুক্তিযুক্ত। আর দীর্ঘমেয়াদি ঋণের উৎস হলো পুঁজি বাজার। এ বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের ফলে স্বল্পমেয়াদি ঋণের মত তাড়াতাড়ি পরিশোধ করার দুঃচিন্ড়া করতে হয় না। বিনিয়োগ থেকে দীর্ঘমেয়াদি যে নগদ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা দিয়েই দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়। তাই ব্যবসায়ে সম্প্রসারণে স্কয়ার কোম্পানি কর্তৃক পুঁজি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করা যৌক্তিক সিদ্ধান্ড়।

প্রশ্ন ▶৩৬ আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। জনাব শচীন সাহেব বলেন, বিনিয়োগ ব্যাংকও নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে। "লংকা বাংলা" বাংলাদেশের একটি বড় লিজিং কোম্পানি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এসব প্রতিষ্ঠান কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে, এই প্রশ্ন রাখলেন শচীন সাহেব।

[সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ]

ক. কল প্রিমিয়াম কী? ১

খ. প্রকৃত ঝুঁকিমুক্ত হার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি আর কোন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব আইন দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে, শচীন সাহেবের মতে বিশে-ষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বন্ডের লিখিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে কোম্পানি বিনিয়োগকারীর নিকট থেকে পূর্বে ইস্যুকৃত বন্ড পুনরায় ক্রয় করে। আর লিখিত মূল্য ও পুন:ক্রয় মূল্যের পার্থক্যকে কল প্রিমিয়াম বলে।

খ সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকৃত আয়ের হারকে প্রকৃত ঝুঁকিমুক্ত হার বলে।

ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় পাওয়া যায়। সরকারি সিকিউরিটি বিনিয়োগ করলে তা ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ সরকারের দেউলিয়া হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য এ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের হারকে প্রকৃত ঝুঁকিমুক্ত আয় হার বলে।

গ বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি 'বিএসইসি' আইডিআরএ ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্তৃপক্ষ আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আর্থিক বাজারে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। স্বল্পমেয়াদি বাজারকে অর্থ বাজার আর দীর্ঘমেয়াদি বাজারকে পুঁজি বাজার বলা হয়।

উদ্দীপকে আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, নন-ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্ড়র্ভুক্ত। অন্যদিকে বিএসইসি শেয়ার বা পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে আইডিআরএ বাংলাদেশের সকল সাধারণ ও জীবন বিমা কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর ক্ষুদ্র ঋণ কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। এ চারটি প্রতিষ্ঠান শুধু আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণই করে না, প্রয়োজনীয় নীতিগত ও কৌশলগত পরামর্শ প্রদান করে। নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্ড়ি প্রদান করে। এর ফলে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ঘ বাংলাদেশ 'ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১' এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৯৩' দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থ বাজারের অন্যতম অংশগ্রহণকারী হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। উদ্দীপকে আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জনাব শচীন সাহেব বলেন, বিনিয়োগ ব্যাংকও নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশের ব্যাংকের মাধ্যমে। লংকা বাংলা লিজিং কোম্পানিও একই প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে কোন আইন দ্বারা এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত তা তিনি বলেন নি।

আর্থিক বাজারের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাংক কোম্পানি আইন-১৯৯১ অনুসারে। এ সকল প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, তারল্য সংরক্ষণ, শাখা খোলার অনুমতি, ন্যূনতম মূলধনের বাধ্যবাধকতা নির্ধারিত হয় এই আইন দ্বারা। অন্য দিকে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ দ্বারা। বিনিয়োগ ব্যাংক লিজিং কোম্পানি, মিচুয়্যাল ফান্ড, সিকিউরিটিজ হাউজ, মার্চেন্ট ব্যাংক এ আইনের আওতাভুক্ত। উদ্দীপকের লংকা বাংলা লিজিংও একই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব আরমান এবং জনাব নোমান দুইজন ব্যবসায়ী। জনাব আরমান তার ব্যবসায়ের অর্থায়নের জন্য এমন বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ ও লেনদেন করেন যেখানে বাণিজ্যিকপত্র ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র লেনদেন হয়। অন্যদিকে জনাব নোমান একটি বাজার থেকে অর্থায়ন করেন যেখানে স্থির আয়যুক্ত ও জামানতযুক্ত সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় হয়। দুইটি বাজারই যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

[কুমিল-া শিক্ষাবোর্ড মডেল কলেজ]

ক. ও. টি. সি বাজার কী? ১

খ. মানি লন্ডারিং কীভাবে হয়ে থাকে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব নোমান কোন ধরনের আর্থিক বাজার থেকে অর্থায়ন করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আরমান এবং জনাব নোমানের ব্যবসায়েরর অর্থায়নের জন্য ব্যবহৃত বাজারের তুলনামূলক বিশে-ষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অতালিকাভুক্ত ও মাধ্যমিক বাজার থেকে তালিকাচ্যুত কোম্পানির শেয়ার যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে ও. টি. সি (Over the Counter) বাজার বলে।

খ বৈধ বা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ অবৈধভাবে স্থানান্ড়রের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং হয়ে থাকে।

অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ মানুষ গোপন করতে চায় যাতে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে অপরাধের উৎস সহজে ধরা পড়ে। অপরাধী পে-সমেন্ট, লেয়ারিং ও ইন্টিগ্রেশন এ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে মানি লন্ডারিং করার চেষ্টা করে।

গ উদ্দীপকে জনাব নোমান পুঁজি বাজার থেকে অর্থায়ন করেছেন।

১ বছরের চেয়ে অধিক সময়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করা সিকিউরিটি হলো দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি। যে বাজরে এরকম দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটিজ লেনদেন করা হয় তাকে পুঁজি বাজার বলে।

উদ্দীপকে জনাব আরমান এবং জনাব নোমান দুইজন ব্যবসায়ী। জনাব নোমান একটি বাজার থেকে অর্থায়ন করেন যেখানে স্থির আয়যুক্ত ও জামানতযুক্ত সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি হিসেবে পুঁজি বাজারে স্থির আয়যুক্ত, জামানতযুক্ত, জামানতবিহীন ইক্যুইটিসহ বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি লেনদেন করা হয়। স্থির আয়যুক্ত সিকিউরিটি থেকে বিনিয়োগকারীগণ নির্দিষ্ট হারে আয় পান। অন্যদিকে ইক্যুইটি সিকিউরিটির আয় হার নির্দিষ্ট থাকে না। তাই উদ্দীপকের জনাব নোমান স্থির আয় আয়যুক্ত ও জামানতযুক্ত সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ে পুঁজি বাজার ব্যবহার করেছেন।

ঘ জনাব আরমান ও জনাব নোমান ব্যবসায়ের অর্থায়নে যথাক্রমে মুদ্রা বাজার ও পুঁজি বাজার ব্যবহার করেছেন।

সিকিউরিটির মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক বাজারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যা মুদ্রা বাজার ও পুঁজি বাজার। মুদ্রা বাজার ১ বছর বা তার কম মেয়াদি সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। আর পুঁজি বাজরে ১ বছরের চেয়ে বেশি মেয়াদি সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

উদ্দীপকে জনাব আরমান ও জনাব নোমান দুইজন ব্যবসায়ী। আরমান তার ব্যবসায়ের অর্থায়নে যে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন সেখানে বাণিজ্যিকপত্র ও ব্যাংকের স্বীকৃতি পত্র লেনদেন করা হয়। অর্থাৎ তার লেনদেনকৃত বাজারটি মুদ্রা বাজার। অন্যদিকে জনাব নোমান যে বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন সেখানে স্থির আয়যুক্ত ও জামানতযুক্ত সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। অর্থাৎ নোমানের লেনদেনকৃত বাজারটি পুঁজি বাজার।

আরমান ও নোমান দুজনের লেনদেনকৃতবাজারের ধরন, নিয়ন্ত্রণ, মেয়াদ, ঝুঁকিসহ বিবিধ ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। মুদ্রা বাজারের স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটিজ লেনদেন হয় বলে চলতি মূলধন সংগ্রহে এ বাজার উপযুক্ত। পক্ষান্ড়রে, পুঁজি বাজার দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটির বাজার বলে এখান থেকে ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তির অর্থায়ন করা হয়। পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক। পুঁজি বাজারের সিকিউরিটির মেয়াদ মুদ্রা বাজারের চেয়ে বেশি বলে এখানে ঝুঁকি ও মূলধন পর্যন্ড় বেশি হয়। এছাড়া মুদ্রা বাজারের চেয়ে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগকারী সাধারণত বেশি আয় করে। পুঁজি বাজারের তারল্যও বেশি।

প্রশ্ন ▶৩৮ জয়ন্ড় একাদশ শ্রেণির ছাত্র। সে শেয়ারবাজার সম্পর্কে ফিন্যান্স শিক্ষকের কাছ থেকে মোটামুটি ধারণা পেয়েছে এবং এ বাজার এর প্রতি তার আগ্রহ বেড়েছে। সে তার বাবাকে শেয়ার ব্যবসায় করতে উৎসাহিত করেছে। *[সোনার বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল-া]*

ক. পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম লিখ। ১

খ. প্রাথমিক বাজার বলতে কী বোঝায় ২

গ. জয়ন্ড় কেন তার বাবাকে শেয়ারবাজার বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে বাবাকে উৎসাহিত করে জয়ন্ড় কী ঠিক করেছে? অভিমত দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার নাম 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন'।

খ কোম্পানি সরাসরি বিনিয়োগকারীদের কাছে যে বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে তাকে প্রাথমিক বাজার বলে।

প্রাথমিক বাজারে কোম্পানি ও বিনিয়োগকারীদের মাঝে লেনদেন নয়। কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ বাজারে শেয়ার ইস্যু (বিক্রয়) করে থাকে। শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানি এক ধরনের আমন্ত্রণপত্র প্রচার করে। বিনিয়োগকারী এ পত্র পড়ে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আবেদন করে।

গ অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকায় জয়ন্ড় তার বাবাকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত করলো।

শেয়ার হলো কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ। এ দলিল বিক্রয় করে কোম্পানি মূলধন সংগ্রহ করে থাকে।

উদ্দীপকে জয়ন্ড় একাদশ শ্রেণির ছাত্র। সে শেয়ারবাজার সম্পর্কে ফিন্যান্স শিক্ষকের কাছ থেকে মোটামুটি ধারণা পেয়েছে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে তার আগ্রহ বেড়েছে। ফলে সে তার বাবাকে এ বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত করলো। শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির মালিক হওয়া যায়। কিন্তু সরাসরি কোম্পানি পরিচালনা করতে হয় না। নির্দিষ্ট সময় পর পর কোম্পানি তার ইস্যুকৃত শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ প্রদান করে। এটি শেয়ার ক্রেতার জন্য আয়। এছাড়া যেকোনো সময় নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে, শেয়ার বিক্রয় করে নগদ টাকা সংগ্রহ করা যায়। উদ্দীপকে জয়ন্ড় এরূপ লভ্যাংশ আয় ও তারল্য সুবিধার জন্য তার বাবাকে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত করলো।

ঘ শেয়ারবাজার বিনিয়োগে বাবাকে উৎসাহিত করে জয়ন্ড় ঠিক করেছেন বলে আমি মনে করি।

শেয়ার একটি অস্থারব সম্পদ। এর মালিকানা অবাধে হস্ড়ান্ড় রযোগ্য। কোম্পানি নির্দিষ্ট সময় পর পর শেয়ারের লিখিত মূল্যের ওপর লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে জয়ন্ড় একাদশ শ্রেণির ছাত্র। সে শেয়ারবাজার সম্পর্কে তার ফিন্যান্স শিক্ষকের কাছ থেকে মোটামুটি ধারণা পেয়েছে। এতে শেয়ার বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি বেড়েছে। পরবর্তীতে সে তার বাবাকে শেয়ার ব্যবসায়ে উৎসাহিত করেছে।

ক্রয়কৃত শেয়ার থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্ড়র অন্ড়র শেয়ার ক্রেতা লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন। নগদ অর্থের প্রয়োজনে ক্রয়মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করা সম্ভব। এভাবে প্রাপ্ত আয় মূলধনী লাভ নামে পরিচিত। সুবিধাজনক সময় ইচ্ছামতো অবাধে মাধ্যমিক বাজারে শেয়ার বিক্রয় করা যায়। ফলে তারল্য নিয়ে শেয়ার ক্রেতাকে চিন্ড়া করতে হয় না। তাছাড়া শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যায়। এ সকল সুবিধার কারণে জয়ন্ড় তার বাবাকে শেয়ার ব্যবসায়ে উৎসাহিত করেছেন, যা যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ নির্ঝর কোম্পানি লি. একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানির স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন হওয়ায় এটি ৯০ দিন মেয়াদি বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করে। কোম্পানি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করে। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. বাণিজ্যিকপত্র কী? ১

খ. আর্থিক বাজার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নির্ঝর কোম্পানি কোন বাজারে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রি করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্ঝর কোম্পানি লি. বাজারে কম মূল্যে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করার কারণ কী? বিশে-ষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্পমেয়াদি মূলধন সংগ্রহে বৃহৎ নামকরা কোম্পানি অর্থ বাজারে জামানতহীন যে ঋণের দলিল বিক্রি করে তাকে বাণিজ্যিকপত্র বলে।

সহায়ক তথ্য

বাণিজ্যিকপত্রের মেয়াদ ৯০-২৭০ দিন। এটি বাট্টায় বিক্রয় করা হয়।

খ যে বাজারে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ক্রয় -বিক্রয় করা হয় তাকে আর্থিক বাজার বলে।

আর্থিক বাজার শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করে কোম্পানি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। যাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তারা এসকল সিকিউরিটি ক্রয় করে। এ বিনিয়োগ থেকে তারা বিভিন্ন হারে কুপন, লভ্যাংশ বা মূলধনী লাভ অর্জন করে থাকে। মুদ্রা বাজার ও পুঁজিবাজার আর্থিক বাজারের দুটি অংশ।

গ নির্ঝর কোম্পানি অর্থ বা মুদ্রাবাজারে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রি করেছে।

অর্থ বাজারে স্বল্পমেয়াদি আর্থিক সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিকপত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র এ বাজারের উপাদান।

উদ্দীপকে নির্ঝর কোম্পানি লি. একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কোম্পানিটি স্বল্পমেয়াদি অর্থের প্রয়োজেন ৯০ দিন মেয়দি বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করে। বাণিজ্যিকপত্র মুদ্রা বাজারের অন্যতম হাতিয়ার। এর মেয়াদ সাধারণত ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন হয়ে থাকে। লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে এ সিকিউরিটি বিক্রয় করা হয়। উদ্দীপকে নির্ঝর কোম্পানি স্বল্পমেয়দি অর্থায়নের উদ্দেশ্যে লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ৯০ দিন মেয়াদি বাণিজ্যিকপত্র ইস্যু করেছে। এক্ষেত্রে এর মেয়াদ ১ বছরের চেয়ে কম। একই সাথে এটি স্বল্পমেয়াদের জন্য ইস্যু করা হয়েছে। তাই বলা যায়, নির্ঝর কোম্পানি মুদ্রা বা অর্থ বাজারে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রি করেছে।

ঘ বাণিজ্যিকপত্রের ওপর কোনো প্রকার কুপন বা সুদ প্রদান করো হয় না বলে উদ্দীপকে নির্ঝর কোম্পানি লি. বাজারে কম মূল্যে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করেছে।

বাণিজ্যিকপত্র মুদ্রা বাজারের হাতিয়ার। এ সিকিউরিটি বিক্রয় করো বৃহৎ নামকরা প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ করে। ক্রেতা এ সিকিউরিটিজ ক্রয় করে মেয়াদ শেষে মুনাফা অর্জন করেন।

উদ্দীপকে নির্ঝর কোম্পানি লি. একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি ৯০ দিন মেয়াদি বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে কোম্পানিটি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করেছে।

বাণিজ্যিকপত্রের ক্রেতা বাণিজ্যিকপত্র থেকে কোনো প্রকার সুদ পায় না। এই কোম্পানি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে এটি বাজারে বিক্রি করে। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কোম্পানি ক্রেতাকে লিখিত মূল্য প্রদান করে। মেয়াদ পূর্তিতে প্রাপ্ত লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ক্রেতা বাণিজ্যিকপত্র বিক্রি করে। এ দুইয়ের পার্থক্যই হলো ক্রেতার লাভ। এজন্যই উদ্দীপকে নির্ঝর কোম্পানি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বাজারে বাণিজ্যিকপত্র বিক্রয় করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ আলফা লিমিটেড একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কখনোই এক বছরের বেশি সময়ের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে না। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি নিলামে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে ১,৮০,০০০ টাকার একটি সরকারি অঙ্গীকারনামা ক্রয় করে। যেখানে সরকার ১৮২ দিন পর ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধে অঙ্গীকারাবদ্ধ। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]*

ক. অবলেখক কী? ১

খ. প্রাথমিক বাজার মাধ্যমিক বাজার থেকে আলাদা কেন? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. সম্প্রতি আলফা ব্যাংক আর্থিক বাজারের কোন উপাদানে বিনিয়োগ করেছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'আলফা লিমিটেড শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান' যুক্তিসহকারে মন্ড্ব্যটি বিশে-ষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল প্রতিষ্ঠান কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্জার বিক্রয়ে কমিশনের বিনিময়ে সহায়তা করে তাদেরকে অবলেখক বলে।

সহায়ক তথ্য

বিনিয়োগ ব্যাংক অবলেখক হিসেবে কাজ করে।

খ উদ্দেশ্য, ঝুঁকি ও সূচক ব্যবহারের দৃষ্টিতে প্রাথমিক বাজার মাধ্যমিক বাজার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোম্পানি সরাসরি প্রথম বারের মত প্রাথমিক বাজারে বিনিয়োগকারীদের নিকট শেয়ার বিক্রি করে। এ বাজারে ঝুঁকি কম। অপর দিকে বিনিয়োগকারীরা তারল্যে চাহিদা মেটাতে প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত শেয়ার মাধ্যমিক বাজারে নিজেদের মাঝে ক্রয় বিক্রয় করে। ফলে এ বাজারে ঝুঁকি বেশি। তাছাড়া মাধ্যমিক বাজারে সূচক ব্যবহৃত হয়।

গ সম্প্রতি আলফা ব্যাংক আর্থিক বাজারের ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগ করেছে।

স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাট্টায় ইস্যুকৃত সিকিউরিটি হলো ট্রেজারি বিল।

উদ্দীপকে আলফা লিমিটেড একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি কখনোই এক বছরের বেশি সময়ের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করেনি। সম্প্রতি নিলামে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানটি ১,৮০,০০০ টাকার অঙ্গীকারপত্র ক্রয় করে। এটি ১৮২ দিন পর সরকার কর্তৃক ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধের একটি অঙ্গীকারপত্র। ট্রেজারি বিল সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত এটি লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। মেয়াদ পূর্তিতে ক্রেতাকে লিখিত মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক নিলামে ট্রেজারি বিল বিক্রয় করে। যার মেয়াদ ৯১,১৮২ ও ৩৬৪ দিন পর্যন্ড় হয়ে থাকে। উদ্দীপকে আলফা ব্যাংক এর ক্রয়কৃত অঙ্গীকারপত্রের মেয়াদ ১৮২ দিন যা বাংলাদেশ ব্যাংক নিলামে বিক্রয় করেছে। তবে অঙ্গীকারপত্রটি লিখিত মূল্যের (২,০০,০০০ টাকা) চেয়ে কম মূল্যে (১,৮০,০০০ টাকা) অর্থাৎ বাট্টায় বিক্রয় করা হয়েছে। এ সকল ভিত্তিতে বলা যায়, আলফা ব্যাংক এর ক্রয়কৃত অঙ্গীকারপত্রটি ট্রেজারি বিল।

ঘ 'আলফা লিমিটেড শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উক্তিটি যথার্থ নয়।

১ বছরের চেয়ে বেশি মেয়াদি সিকিউরিটিজ যে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে পুঁজি বাজার বলে। পুঁজি বাজারের দুটি অংশ। একটি ইক্যুইটি বা শেয়ার বাজার; অন্যটি বন্ড বাজার।

উদ্দীপকে আলফা লিমিটেড একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে নিলামে ২,০০,০০০ টাকার অঙ্গীকারপত্র ১,৮০,০০০ টাকায় ক্রয় করেছে। যার মেয়াদ ১৮২ দিন। অর্থ বাজারে লেনদেনকৃত সিকিউরিটির মেয়াদ ১ বছর বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকে। ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র এ বাজারের অন্যতম হাতিয়ার। অন্যদিকে ১ বছরের চেয়ে বেশি মেয়াদি

সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় শেয়ার বাজারে। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার এ বাজারের প্রধান উপাদান। উদ্দীপকে আলফা লিমিটেড যে অঙ্গীকারপত্রটি ক্রয় করে ছিল তার মেয়াদ ১৮২ দিন। তাই এটি শেয়ার বাজারের হাতিয়ার নয়। বরং এটি অর্থ বাজরের হাতিয়ার। তাই আলফা লিমিটেড শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারী নয়। এটি বাজারের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ▶ ৪১ ফেইসবুক অধিক লাভের আশায় একমালিকানা প্রতিষ্ঠান থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হতে চাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে শেয়ার ছাড়তে চাচ্ছে। ফেইসবুক মোট ১০০ টি শেয়ার বাংলাদেশে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

[বান্দরবান সরকারি কলেজ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা]

ক. অর্থ বাজার কাকে বলে? ১

খ. মানি লন্ডারিং আইনটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফেইসবুক কোন বাজারে তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছাড়বে? ঐ বাজার সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. বাংলাদেশে শেয়ার ছাড়ার জন্য ফেইসবুক প্রতিষ্ঠানটিকে কার নিকট হতে অনুমিত গ্রহণ করতে হবে? ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে লিখ। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে এক বছর বা তার চেয়ে কম মেয়াদি সিকিউরিটিজ (যেমন- বাণিজ্যিক পত্র, ট্রেজারি বিল) ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে অর্থ বাজার বলে।

খ বৈধ বা অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে স্থানান্তরের প্রচেষ্টাকে মানি লন্ডারিং বলে।

বাংলাদেশ প্রচলিত মানি লন্ডারিং আইন ২০০২ সালের। এ আইন অনুসারে মানি লন্ডারিং-এ জড়িত ও সহয়তাকারীর বিভিন্ন মাত্রার শাস্তির উলে-খ রয়েছে। কোনো ব্যক্তি মানি লন্ডারিং অপরাধ করলে বা মানি লন্ডারিং অপরাধ করার চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করলে তিনি ন্যূনতম ৪ বছর এবং অনধিক ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অবৈধ অর্থের দ্বিগুণ পরিমাণ বা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেটি অধিক সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

গ ফেইসবুক প্রাথমিক বাজারে তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছাড়বে।

কোম্পানি যে বাজারে প্রথমবারের মতো সরাসরি বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে, তাকে প্রাথমিক বাজার বলে।

উদ্দীপকে ফেইসবুক অধিক লাভের আশায় একমালিকানা থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হতে চাচ্ছে। এটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ১০০টি শেয়ার ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাথমিক বাজারে কোম্পানি প্রথম বারের মত শেয়ার বিক্রয় করে। এ বাজারে কোম্পানি ও বিনিয়োগকারী সরাসরি জড়িত থাকে। নতুন করে পাবলিক লি. কোম্পানিতে রূপান্তরিত প্রতিষ্ঠান এ বাজারে শেয়ার ইস্যু করে থাকে। উদ্দীপকে ফেইসবুক একটি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান। অধিক লাভের আশায় এটি পাবলিক লিমিটেডে রূপান্তরিত হতে চাচ্ছে। ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানটির বাজারে কোন শেয়ার ইস্যু করেনি। অর্থাৎ প্রথম বারের মত কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যা প্রমাণ করে ফেইসবুক প্রাথমিক বাজারে তার প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ছাড়বে।

ঘ বাংলাদেশে শেয়ার ছাড়ার জন্য ফেইসবুক প্রতিষ্ঠানটিকে বিএসইসি (BSEC)-এর নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সিকিউরিটি হিসেবে শেয়ার কেনা-বেচার বাজার হলো পুঁজি বাজার। সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বিএসইসি' পুঁজি বাজার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে ফেইসবুক একটি একমালিকানা কারবার। এটি বর্তমানে পাবলিক লি. কোম্পানিতে রূপান্তরিত হতে চায়। যাতে প্রাথমিক বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ১০০টি শেয়ার বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একজন বিনিয়োগকারী মূলধনি আয় লভ্যাংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাজারে শেয়ার বিক্রিয় করে। প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত শেয়ারসমূহ মাধ্যমিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

এ সকল কাজে ব্রোকার, ডিলার, বাজার বিনিয়োগ ব্যাংক ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান জড়িত। যে কোন পক্ষের জালিয়াতি ও নিয়মভঙ্গের কারণে অন্য পক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ জন্য বিএসইসি, পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে যাতে যে কেউ শেয়ার বাজারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ না পায়। নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে যে সকল কোম্পানি বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে আগ্রহী তাদেরকে 'বিএসইসি' থেকে অনুমতি নিতে হয়। উদ্দীপকে, ফেইসবুক যেহেতু বাজারে শেয়ার বিক্রয় করতে আগ্রহী সেহেতু প্রতিষ্ঠানটির 'বিএসইসি' থেকে অনুমতি নিতে হবে।

internet-linked

বিভিন্ন কলেজের নির্বাচনি পরীক্ষার অধ্যায়ভিত্তিক আরও প্রশ্নোত্তরের জন্য নিচের ওয়েব অ্যাড্রেসটি টাইপ করো

panjeree.com/hsc/fn1mta17.pdf